৬

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ

Designing Data Collection Instrument

যে সব উপাদানের উপর একটি গবেষণার সফলতা নির্ভর করে তার মধ্যে উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সঠিক ও নির্ভরযোগ্য উপাত্ত হলো গবেষণার প্রাণশক্তি, সেহেতু গবেষণা সমস্যায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলোকে অভিজ্ঞতালব্ধ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহের কার্যকর হাতিয়ারটিকে খুব যত্নের সাথে নির্মাণ করতে হয়। এটি করতে গিয়ে গবেষককে বেশ কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন, প্রশ্নের বিষয়বস্তু, কাঠামো ও ধরণ কেমন হবে? প্রশ্নের শব্দবিন্যাস, অনুক্রম ও আঙ্গিক কেমন হবে? প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর সাধারণ আঙ্গিক ও আকার কি হবে? উত্তরদাতা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য কি কি নির্দেশাবলী থাকবে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষককে মনে রাখতে হবে যে, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ কেবল দুই-এর সাথে দুই যোগ করে চার মিলানো নয়, বরং এটি একটি শিল্প নির্মাণের বিষয়।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার গঠনের মৌলিক নীতিমালা
- পাঠ - ২ : প্রশ্নের বিষয়বস্তু, কাঠামো ও ধরণ
- পাঠ - ৩ : প্রশ্নের শব্দবিন্যাস, অনুক্রম ও আঙ্গিক
- পাঠ - ৪ : প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর সাধারণ আঙ্গিক

পাঠ - ১

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার গঠনের মৌলিক নীতিমালা
Basic Principles in Constructing Data Collection Instrument

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের যুক্তি
- উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের ধরণ
- প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মধ্যে তুলনা
- উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ প্রক্রিয়া
- প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচী নির্মাণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের যুক্তি (Logic of Constructing a Data Collection Instrument)

যে কোন গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে উত্তরদাতাদের যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় সে সকল প্রশ্ন, প্রশ্নের বিষয়বস্তু, প্রশ্নের কাঠামো, প্রশ্নের শব্দ নির্বাচনের ধরণ, প্রশ্নের ক্রমবিন্যাস, উপস্থাপনা ও সজ্জা, ইত্যাদির ওপর।

যে কোন গবেষণার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ করা। একটি কার্যকর উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার ছাড়া কোন গবেষণাই সফল হতে পারে না। কেননা, যে কোন গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে উত্তরদাতাদের যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় সে সকল প্রশ্ন, প্রশ্নের বিষয়বস্তু, প্রশ্নের কাঠামো, প্রশ্নের শব্দ নির্বাচনের ধরণ, প্রশ্নের ক্রমবিন্যাস, উপস্থাপনা ও সজ্জা, ইত্যাদির ওপর। গবেষকের জন্য চ্যালেঞ্জটি হলো কিভাবে সেই সব প্রশ্নকে নির্বাচন করা যায়, যার মাধ্যমে সবচেয়ে মূল্যবান এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। নমুনা চয়ন যতই কার্যকর, অথবা বিশ্লেষণ যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, প্রশ্নমালায় দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট প্রশ্ন থাকলে তা কেবল অস্পষ্ট ও পক্ষপাতিত্বমূলক জবাবের দিকেই ঠেলে দেবে। অতএব, গবেষণা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় থেকেই উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিৎ।

সামাজিক গবেষণা হলো গোয়েন্দা অনুসন্ধান কার্যের মত।

সামাজিক গবেষণা হলো গোয়েন্দা অনুসন্ধান কার্যের মত। একজন গোয়েন্দা যেমন কোন নির্দিষ্ট অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, তেমনি একজন সামাজিক গবেষকও অপরাধীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যসহ অপরাধের কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তবে সামাজিক গবেষণায় অনুসন্ধানের যুক্তিগুলো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সামাজিক জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। ধরা যাক, একজন গবেষক সামাজিক বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করতে চান। গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে গবেষককে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়। যেমন, বৈষম্য বলতে কি বোঝায়? কি কি উপাদান বৈষম্যের জন্ম দেয়? বৈষম্যের শিকার হয় কে? বৈষম্য কোথায় সংঘটিত হয়? এটি কি সুনির্দিষ্ট কোন স্থানে ঘটে, না কি সর্বত্র বিরাজমান থাকে? বৈষম্য কখন ঘটে? কতটুকু নিয়মিত ঘটে? কতটুকু দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘটে? এটি কি ব্যক্তির নিত্যজীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে ঘটে থাকে? কিভাবে ঘটে? কেন ঘটে? ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য গবেষককে বৈষম্যের শিকার হতে পারে এমন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আচরণের মাত্রা ও কারণগুলো পরিমাপের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিমাপের এই হাতিয়ারটিকেই উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার বলে অভিহিত করা হয়। অন্য কথায়, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো একটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু জানার জন্য সেই জনগোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বাছাই করে তাদের কোন বৈশিষ্ট্য বা মতামতকে পরিমাপ করা।

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো একটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু জানার জন্য সেই জনগোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বাছাই করে তাদের কোন বৈশিষ্ট্য বা মতামতকে পরিমাপ করা।

একটি উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেটি যেন নির্দিষ্টভাবে উত্তরদাতাদের প্রকৃতি ও গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই হয়। এটিকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং সর্বত্র একইভাবে কার্যকর হতে হবে। এর পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিৎ যেন তা উত্তরদাতা, সাক্ষাৎকার

গ্রহণকারী এবং সংকেত প্রদানকারীদের সম্ভাব্য ভ্রান্তিকে সর্বনিম্ন মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারে। যেহেতু উত্তরদাতারা গবেষণায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন, সেহেতু একটি উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার যেন তাদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে, সহযোগীতা করতে উৎসাহী করে তুলতে এবং সত্যের যতটা কাছাকাছি সম্ভব উত্তর প্রদান করতে সাহায্য করে। এটি মনে রাখতে হবে যে, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার কোন গবেষণা নক্শা নয়, বা বিশ্লেষণের পদ্ধতি নয়, বা গবেষণার উদ্দেশ্যও নয়, বরং সেগুলো মানুষকে তাদের মনোভাব, আচরণ, ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি, বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্যের অংশীদারিত্বের কার্যপ্রণালী। উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ বিজ্ঞান নয়, বরং শিল্পকলার মত একটি বিষয়।

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম ধাপটি হলো যে, যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা করা হবে তাকে সংজ্ঞায়িত করা এবং তার উপর ভিত্তি করে কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এ ক্ষেত্রে, যা কিছুই কৌতুহলোদ্দীপক বা চমকপ্রদ মনে হয় তার সবকিছুকেই প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা গবেষকের মনে জাগে। কৌতুহলোদ্দীপক ও চমকপ্রদ সবকিছুকে প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক উপাত্ত গবেষকের হাতে এসে যেতে পারে, যা হয়তো গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করতে পারে। অতএব, যথাযথ প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষককে সুচিন্তিতভাবে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে, যাতে করে এই ইচ্ছাটিকে সংবরণ করা যায়। এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের মধ্যে প্রতিটি দফা এক একটি অনুকল্প গঠনে সাহায্য করে। প্রতিটি দফার জন্য একজন গবেষক যেন উপাত্তের মাধ্যমে সমর্থন জোগাতে পারেন এবং প্রমাণ করতে পারেন যে, প্রতিটি উত্তরই মূল সমস্যার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের ধরণ (Types of Data Collection Instrument)

কোন নির্দিষ্ট সমস্যা বা আগ্রহের বিষয়ের উপর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রধানতঃ দু'ধরণের হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে: 'প্রশ্নমালা' (questionnaire) বা 'সাক্ষাৎকার অনুসূচী' (interview schedule)। প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচী দু'টি ভিন্ন পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে প্রশ্নমালা পূরণ করে থাকেন। অর্থাৎ, প্রশ্নমালা হলো কতগুলো প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত একটি ফর্ম, যা উত্তরদাতা নিজেই পূরণ করে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এটি উত্তরদাতার কাছে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হয়, অথবা ডাকযোগে পাঠানো হয় এবং উত্তরদাতা সেটি পূরণ করে গবেষকের কাছে ফেরৎ পাঠান। প্রায়ই আমরা কোন না কোনভাবে প্রশ্নমালা পূরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকি। যেমন, ব্যাংকে হিসাব খোলা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বা চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র পূরণ করা, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশ্নমালা পূরণের অভিজ্ঞতা যে কারোরই রয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা নির্মাণ ও পূরণের ক্ষেত্রে আরো বেশী বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

প্রশ্নমালা হলো কতগুলো প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত একটি ফর্ম, যা উত্তরদাতা নিজেই পূরণ করে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকার অনুসূচীর ক্ষেত্রে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ, সাক্ষাৎকার অনুসূচী হলো বেশ কিছু প্রশ্নের কাঠামোবদ্ধ সমাহার, যেগুলো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একজন উত্তরদাতার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ও উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলো লিপিবদ্ধ করেন। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কিছুটা কম সংগঠিত ও নমনীয় আরেক ধরণের হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়, যাকে 'সাক্ষাৎকার নির্দেশনা' (interview guide) বলে। সাক্ষাৎকার নির্দেশনা হলো কিছু নির্দিষ্ট বিবেচ্য বিষয় বা প্রসঙ্গের একটি তালিকা, যা একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বিবেচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্রম এবং ভাষা ব্যবহার ঢিলেঢালা ও নমনীয় হয়ে থাকে।

সাক্ষাৎকার অনুসূচী হলো বেশ কিছু প্রশ্নের কাঠামোবদ্ধ সমাহার, যেগুলো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একজন উত্তরদাতার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ও উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

সাক্ষাৎকার নির্দেশনা হলো কিছু নির্দিষ্ট বিবেচ্য বিষয় বা প্রসঙ্গের একটি তালিকা, যা একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বিবেচনা করবেন।

প্রতিটি উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের সুবিধা ও উপযোগিতা রয়েছে। একটির পরিবর্তে আরেকটি ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি নির্ভর করে গবেষণার উদ্দেশ্য কি হবে, কি ধরণের উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে, নমুনার

আকার ও প্রকৃতি কি হবে, গবেষণা পরিচালনার জন্য লভ্য সম্পদ রয়েছে কি না, কি কি চলককে পরিমাপ করা হবে এবং পরিমাপের কি কি কৌশল ব্যবহার করা হবে তার উপর। তুলনামূলকভাবে সাক্ষাৎকার অনুসূচী হলো উপাত্ত সংগ্রহের সবচেয়ে নমনীয় হাতিয়ার। গবেষককে যদি শুধুমাত্র একটি হাতিয়ার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার অনুসূচীর ব্যবহারই হলো সর্বোৎকৃষ্ট পছন্দ।

প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মধ্যে তুলনা (Comparison between Questionnaire and Interview Schedule)

প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচী উভয় হাতিয়ারই উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের যথার্থতার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করলেও দু'টো কৌশলের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রশ্নমালা প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষক যে তথ্য সংগ্রহ করেন তা উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্নের লিখিত বক্তব্যের মধ্যে সীমিত থাকে। এর প্রকৃতিগত কারণেই প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর তুলনায় অধিকতর কম ব্যয়সম্পন্ন একটি হাতিয়ার। এটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কম দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে কম ব্যাখ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নমালাকে উত্তরদাতার কাছে হস্তান্তর বা ডাকযোগে প্রেরণ করা যায়। উপরন্তু, প্রশ্নমালা একইসাথে বৃহত্তর এলাকা ও অধিক সংখ্যক উত্তরদাতার উপর পরিচালনা করা যায়।

নৈর্ব্যক্তিকতার কারণে উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণে বেশী নির্ভরতা পান এবং নির্ভয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। প্রশ্নমালা পূরণের জন্য উত্তরদাতা যথেষ্ট সময় পান বলে তিনি তার সুবিধামত সময়ে সেটি পূরণ করতে পারেন। বিভিন্ন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তার সুযোগ পান এবং নিজের ইচ্ছামত যে কোন সময়ে এবং ক্রমে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহারে সময়ের চাপ থাকে বলে উত্তরদাতার ক্ষেত্রে খুব বেশী সময় নিয়ে উত্তর প্রদানের তেমন সুযোগ থাকে না। তবে প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগের সুবিধাটি তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করতে পারে। কারণ, উত্তরদাতা চিন্তা করে উত্তর দেবার যথেষ্ট সময় পান বলে পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী উত্তরটিকে প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি পরবর্তী প্রশ্ন পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরকেও প্রভাবিত করতে পারে।

পরিমাপের একটি পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে প্রয়োগের জন্য প্রশ্নমালার নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতি, প্রমিত শব্দচয়ন, প্রশ্নের অনুক্রম, উত্তর প্রদানের সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী, ইত্যাদি প্রশ্নমালাকে একটি সমরূপতা প্রদান করে। কিন্তু এই প্রমিত সমরূপতাটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। একটি শব্দের অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন রকম হতে পারে। শুধু তাই নয়, শব্দটির অর্থ একজন উত্তরদাতা বুঝতে পারলেও অন্যজন নাও বুঝতে পারেন। একইভাবে, সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের সময় প্রমিতকরণকে নিশ্চিত করা গেলেও প্রয়োগের সময় তা করা যায় না। কারণ, এক সাক্ষাৎকার পরিবেশ থেকে অন্য সাক্ষাৎকার পরিবেশের ভিন্নতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতার মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে ভিন্নতা প্রমিত সমরূপতা নিশ্চিতকরণে সমস্যা সৃষ্টি করে।

সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অঙ্গীকার থাকলেও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা জানেন বলে উত্তরদাতার মনে সন্দেহ থেকে যায়। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে 'উত্তর না দেয়া' বা 'জানি না' উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তবে প্রশ্নমালার ক্ষেত্রেও এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কারণ, কোন না কোনভাবে প্রশ্নমালা প্রেরণকারীর কাছে উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা থাকে বলে অনেক সময় উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠান না। সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে প্রশ্নমালা পূরণ করে উত্তর প্রদানের হার অনেক বেশী। প্রশ্নমালা পূরণ করে উত্তর প্রদানের হার সবসময় নিম্ন হয়ে থাকে। এই হার ১০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, প্রশ্নমালা প্রণয়নে বিশেষ যত্ন নেয়া, অনুসরণ করা ও বিশেষ উদ্দীপক

ব্যবহার করার মাধ্যমে সম্পূর্ণতার হার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে, শ্রেষ্ঠ পরিস্থিতিতেও সম্পূর্ণতার হার তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় কম হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা পূরণের সময় উত্তরদাতা যদি কোন প্রশ্নকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং বিভ্রান্তিকর উত্তর লিখে থাকেন, তবে তা সংশোধনের কোন সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাৎক্ষণিভাবে উত্তরদাতার সেই ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে পারেন এবং যথাযথ উত্তরটি লিপিবদ্ধ করতে পারেন। সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জটিল ও আবেগপূর্ণ উত্তরদাতার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যাখ্যার সুযোগ প্রদান করে। সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা উভয়েই উপস্থিত থাকেন বলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর যত্নবান হওয়া যায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া ও যে সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উত্তরদাতা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা পর্যবেক্ষণের একটি প্রত্যক্ষ সুযোগ পান। যেহেতু আলোচনার সুযোগ থাকে, সেহেতু সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে অধিক পরিমাণে সহযোগীতা পাওয়া যায়। তা ছাড়া, মানুষ যা তারা ভাবেন তা নিয়ে তারা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করতে পছন্দ করেন।

প্রশ্নমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা যদি যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত না হন, তবে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়বে। জটিল বিষয়বস্তু নিয়ে নির্মিত প্রশ্নমালা খুব সীমিত সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু সাক্ষাৎকার অনুসূচী সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মাধ্যমে পূরণ করা হয় বলে এবং জটিল প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে প্রশ্ন সম্পর্কে প্রোৎসাহিত (probe) করার সুযোগ রয়েছে বলে এটি আপামর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অতএব, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা পরিচালনা করতে হলে বা গবেষণার ফলাফলকে প্রতিনিধিত্বশীল হতে হলে প্রশ্নমালার পরিবর্তে সাক্ষাৎকার অনুসূচী উপাত্ত সংগ্রহের একটি যথাযথ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়।

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ (Constructing Data Collection Instrument)

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রশ্নের দফা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ এবং জটিল, যাতে প্রচুর পরিমাণে সতর্কতা এবং ধৈর্য্যমূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রশ্নের দফা নির্বাচনে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাদ পড়লে তা সম্পূর্ণ গবেষণাকেই অগ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। অতএব, প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী নির্মাণের পটভূমি হিসাবে একটি সাক্ষাৎকার নির্দেশনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে, প্রথমে গবেষক তার সমস্যাটির অন্তর্নিহিত যৌক্তিক পরম্পরাকে সাজিয়ে নেবেন এবং তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে এমন প্রসঙ্গ নির্বাচন করবেন যা ঐ অন্তর্নিহিত যৌক্তিক পরম্পরাগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এই পর্যায়ে, গবেষক তার সহকর্মী, বন্ধু এবং অন্যান্য গবেষকের সাথে আলোচনা করে সমস্যাটির ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ করবেন। এ মূহুর্তে গবেষকের হাতে যা রয়েছে তা কতগুলো সাধারণ প্রসঙ্গের একটি খসড়া তালিকা মাত্র। গবেষক এই প্রাথমিক তালিকাটি একই ধরণের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করবেন। এতে করে দেখা যাবে যে, প্রতিটি আলোচনার সাথে সাথে:

- সম্ভাব্য প্রসঙ্গের তালিকা বেড়ে গিয়েছে;
- আগ্রহের বিষয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে;
- গবেষণার অন্তর্গত বিষয়ের সংখ্যা কমে গিয়েছে;
- প্রসঙ্গের দ্ব্যর্থতা, পক্ষপাতিত্ব, দুর্বল পারম্পর্য, ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে সঠিকতা এসেছে; এবং
- নির্দেশনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আলোচনার ফলাফলগুলোকে খুবই সতর্কভাবে বাছাই এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, যা সাক্ষাৎকার নির্দেশনা প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। সামাজিক গবেষণায় উত্তরদাতা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কিছু ব্যক্তির সাথে বেশ কিছু অসংগঠিত ও অনুসন্ধানমূলক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সব সাক্ষাৎকারকে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত প্রশ্ন তৈরির জন্য নয়, বরং এগুলোকে প্রশ্ন তৈরির নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ পর্যায়ে, গবেষক একটি সাক্ষাৎকার নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পেরেছেন বলে বলা যায়।

গবেষককে এটি বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র আলোচনার ভিত্তিতেই একটি নিখুঁত সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যতই চিন্তা-ভাবনা, যৌক্তিক মানসিকতা বা তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমস্যাটিকে বিবেচনা করা হোক না কেন, অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া একটি কার্যকর প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করা প্রয়োজন। *প্রথমতঃ*, যে সব ক্ষেত্রে গবেষণা সাহিত্য অপর্যাপ্ত রয়েছে, সে বিষয়গুলোকে গবেষক কিভাবে প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর দফায় সূত্রবদ্ধ করবেন? *দ্বিতীয়তঃ*, কিভাবে তিনি চূড়ান্ত তালিকায় এ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবেন? পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির (pilot study) মাধ্যমে প্রথমটি এবং প্রাক-পরীক্ষার (pre-test) মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধান পাওয়া যেতে পারে। সমস্যাটির উপর গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করার পর সেই সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর ব্যাপারে গবেষকের কেবলমাত্র একটি অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারে। আমরা জানি যে, এই পর্যায়ে গবেষক যা তৈরি করেছেন তা হলো একটি সাক্ষাৎকার নির্দেশনা মাত্র।

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর দফা প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা চালানো যেতে পারে। পরীক্ষামূলক গবেষণায় সাক্ষাৎকারগুলো থাকে অসংগঠিত এবং নমনীয়; প্রশ্নগুলোর কোন কাঠামো থাকে না; শুধুমাত্র সাধারণ ক্ষেত্রগুলোতে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়; এবং অগোছালো অনুমানকে পরীক্ষা করা হয়। এ ধরণের নমনীয় সাক্ষাৎকারের সময় গবেষক প্রতিটি সম্ভাব্য সূত্রকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। যেমন, প্রশ্নের শব্দ চয়ন, জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র, একই প্রশ্নের উত্তরের বিভিন্নতা, বিষয়বস্তুর নতুন ক্ষেত্র, ইত্যাদি। গবেষক তার গবেষণার কতগুলো উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেও তিনি নিশ্চিত নন যে, সুনির্দিষ্টভাবে কি কি বিষয় তিনি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করবেন, তিনি কাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন, নক্শাটি কিভাবে কার্যকর করবেন, ইত্যাদি। এ সব সাক্ষাৎকারের ফলাফলগুলো সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, কেননা সেগুলোই পরবর্তীতে মূল প্রশ্নমালার যৌক্তিক ভিত্তিটিকে সাজিয়ে তোলে। পরীক্ষামূলক গবেষণাটি যদি ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং এর ফলাফলগুলোকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়, তবে তা ভুল বা তাৎপর্যপূর্ণ নয় এমন অনুকল্প পরীক্ষা এড়াতে সাহায্য করে এবং প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় করে।

এ পর্যায়ে বলা যায় যে, গবেষক একটি প্রাক-পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এটি পরীক্ষামূলক গবেষণার চেয়েও অধিকতর আনুষ্ঠানিক একটি ধাপ। প্রকৃতপক্ষে, এটি চূড়ান্ত গবেষণা কার্যের একটি পূর্ণাঙ্গ মহড়া। ফলে প্রাক-পরীক্ষা প্রক্রিয়ার প্রতিটি অংশ একেবারে চূড়ান্ত গবেষণা কার্যের মতই হওয়া উচিৎ। এমনকি ব্যক্তিগত বা দলীয় সাক্ষাৎকার নির্দেশাবলীগুলোও একেবারে চূড়ান্ত রূপে থাকতে হবে, যাতে করে সেগুলোর যথার্থতার ভিত্তি পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়। যদি প্রশ্নমালা ব্যবহার করতে হয়, তবে তার একটি প্রচ্ছদ-পত্র বা চূড়ান্ত নির্দেশাবলীও এর সাথে থাকতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সময় যেভাবে নমুনা চয়ন করা হবে (ছোট আকারে হলেও) ঠিক সেভাবে এখানেও নমুনা চয়ন করতে হবে। একজন দক্ষ গবেষক প্রাক-পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে সারণিবদ্ধ করে দেখবেন যে, এতে কি কি দুর্বলতা রয়েছে। প্রশ্নকে কঠিন, অস্পষ্ট বা অগোছালোভাবে সাজানোর কারণে, বা নমুনা নক্শার দুর্বলতার কারণে অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তির মাত্রাও প্রাক-পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। কোন উপেক্ষিত ক্ষেত্র উন্মোচিত হতে পারে, বা কোন এলাকার জাতিগত বা আয়ের বিন্যাসের বড় ধরণের পরিবর্তন ধরা পড়তে পারে, অথবা কোন নির্দিষ্ট উত্তরদাতাকে খুঁজে বের করার মত সমস্যা চিহ্নিত হতে পারে।

প্রাক-পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে পরীক্ষা করলে সম্ভবতঃ দেখা যাবে যে, তথ্যের কোন ক্ষুদ্র অংশ অনুপস্থিত রয়েছে, বা হয়তো অতিরিক্ত একটি প্রশ্ন যোগ করলেই বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তরের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যেতে পারে এবং উত্তর লেখার স্থান ও মুদ্রণ সমস্যা লক্ষ্য করা যেতে পারে। উত্তরের মধ্যে ক্রমহীনতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কারণ, কোন কোন প্রশ্ন বা প্রশ্নগুচ্ছ সকল উত্তরদাতার জন্য একই অর্থ বহণ করে না, বা দুর্বল প্রত্যয়গত উপলব্ধির ফলে জটিল শব্দ বা প্রশ্নের ব্যবহার অনেক উত্তরদাতাকে উত্তর না দিতে বাধ্য করে। উত্তর না দেওয়া বা সকলের একই রকম উত্তর দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'জানি না' বা 'বুঝি না' ধরণের উত্তর খুব বেশি আসতে পারে। প্রচুর পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক বা মতামতযুক্ত উত্তর আসতে পারে। উত্তরদাতা উত্তর দিতে অস্বীকৃতিও জানাতে পারেন। প্রশ্নক্রমে পরিবর্তন ঘটালে উত্তরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে। এ সকল বিষয়কে পর্যালোচনা করে প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীকে সংশোধিত করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নের দ্ব্যর্থতা, পক্ষপাতিত্ব, দূর্বল শব্দ চয়ন, ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে সঠিকতা এসেছে এবং উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচী নির্মাণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত (Some Important Decisions in Constructing Questionnaire/Interview Schedule)

প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মধ্যে কি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে, প্রশ্নের মধ্যে কি ধরণের শব্দ চয়ন করা হবে, উত্তরের ধরণগুলো কি হবে এবং প্রশ্নগুলো কোন বিন্যাস ও অনুক্রমে সাজানো হবে, এ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে গবেষক কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করার মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সম্ভাব্য কিছু প্রশ্নের তালিকা নির্দেশনা হিসাবে নিম্নে উলে খ করা হলো।

প্রশ্নের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে (On Question Content):

- যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হবে সেটি কি প্রয়োজনীয়? তা ঠিক কিভাবে উপযোগী?
- এই প্রশ্নের বিষয়বস্তুর উপরে কি একটি প্রশ্নই যথেষ্ট, না কি কয়েকটি প্রশ্ন করার প্রয়োজন রয়েছে?
- উত্তরদাতাদের কাছে কি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত যথেষ্ট তথ্য রয়েছে?
- যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা কি উত্তরদাতা প্রদান করবেন?
- প্রশ্নটি কি আরও বাস্তবসম্মত, সুনির্দিষ্ট এবং উত্তরদাতার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাছাকাছি হওয়া উচিত?
- প্রশ্নের বিষয়বস্তু কি সাধারণভাবে বোধগম্য এবং কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত?
- উত্তর-দফাগুলো কি সাধারণ মনোভাবকে প্রকাশ করে এবং সুনির্দিষ্ট মনে হয়?
- প্রশ্নের বিষয়বস্তু কি পক্ষপাতমূলক বা একমুখী হয়েছে? ইত্যাদি।

প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত শব্দ চয়ন প্রসঙ্গে (On Question Wording):

- বিশেষ শব্দ ব্যবহারের ফলে প্রশ্নটি কি ভুল বোঝা হতে পারে? এতে কি কোন কঠিন বা অস্পষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নির্বাচন করা হয়েছে?
- প্রশ্নটি কি মূল জিজ্ঞাস্য বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত বিকল্প শব্দগুলোকে সঠিকভাবে প্রকাশ করেছে?
- প্রশ্নটি কি কোন অব্যক্ত ধারণার কারণে উত্তরদাতাকে ভুল দিকে পরিচালিত করবে?
- এটি কি আবেগপূর্ণ বা কোন একটি নির্দিষ্ট ধরণের উত্তরের দিকে উত্তরদাতাকে পরিচালিত করবে?
- প্রশ্নের শব্দ চয়ন কি উত্তরদাতার জন্য কোনভাবে আপত্তিকর হবে?
- প্রশ্নে কম বা বেশী মাত্রায় ব্যক্তিগত কোন শব্দ চয়ন করলে কি আরও ভাল ফলাফল আসবে?

– প্রশ্নটি কি আরো সরাসরি বা পরোক্ষভাবে করলে ভাল হয়? ইত্যাদি।

প্রশ্নের উত্তরের ধরণ প্রসঙ্গে (On the Form of Response to the Question):

– প্রশ্নের উত্তরটি কি 'টিক' দেওয়া ধরণের হলে ভালো হয়, না কি ছোট, এক বা দুই বা কয়েক শব্দের মধ্যে উত্তর হলে ভালো হয়, না কি খোলা উত্তর, বা টিক উত্তরের সাথে আরও সহযোগী উত্তর হলে ভাল হয়?

– যদি টিক দেওয়া ধরণের উত্তর ব্যবহৃত হয়, তবে কোনটি এই প্রশ্নের জন্য ভালো হবে — দ্বিপদী, বহুপদী, না কি মাপনীমূলক?

– যদি একটি নির্দেশিকা ব্যবহৃত হয়, তবে তা কি সকল তাৎপর্যপূর্ণ বিকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে?

– এটি কি যৌক্তিকভাবে পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যসম্পন্ন?

– বিষয়গুলোর দফাগুলোতে শব্দ চয়ন কি নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে? ইত্যাদি।

প্রশ্নের ক্রমধারায় প্রশ্নের স্থান প্রসঙ্গে (On the Place of Question in the Sequence):

– প্রশ্নটির উত্তর কি পূর্ববর্তী প্রশ্নের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে?

– প্রশ্নটি কি স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

– এটির মনস্তাত্ত্বিক অনুক্রম কি ঠিক আছে?

– প্রশ্নটি কি কৌতুহল জাগানো, বা মনোযোগ পাওয়া, বা বাধা এড়ানো, ইত্যাদির দিক থেকে খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে করা হয়েছে? ইত্যাদি।

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ চূড়ান্ত করার পূর্বে এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গবেষককে খুঁজে পেতে হবে। এ সকল উত্তর উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতাকেই শুধু নিশ্চিত করবে না, বরং গবেষককেও অনেকটা আস্থাশীল করে তুলবে।

সারাংশ

সামাজিক গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের যে দু'টি হাতিয়ার অহরহ ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকার অনুসূচী। সাধারণতঃ, প্রশ্নমালা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে সাক্ষাৎকার অনুসূচী শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। তবে যে জনগোষ্ঠীই হউক না কেন, গবেষণার গুণগত মান নির্ভর করে সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে প্রশ্নের ধাপ ও ধরণ ঠিক করার উপর। বর্তমান পাঠে আমরা প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছি এবং প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচী নির্মাণের ক্ষেত্রে কি কি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাও আলোচনা করেছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম ধাপটি হলো:

ক. গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা
খ. প্রশ্নমালা তৈরির দক্ষতা অর্জন করা
গ. যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা করা হবে তাকে সংজ্ঞায়িত করা
ঘ. উপরের সব।

২। _____ ক্ষেত্রে উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন।

ক. প্রশ্নমালার
খ. সাক্ষাৎকার অনুসূচীর
গ. কেস-স্টাডির
ঘ. উপরের সব

৩। সাক্ষাৎকার অনুসূচী আপামর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। কারণ,

ক. উত্তরদাতাকে প্রশ্ন সম্পর্কে প্রোৎসাহিত করার সুযোগ রয়েছে বলে
খ. প্রশ্নকারী উপস্থিত থাকেন বলে
গ. প্রশ্নকারী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন বলে
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

টীকা লিখুন:

ক. প্রশ্নমালা
খ. সাক্ষাৎকার অনুসূচী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পানি বন্টন গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মধ্যে কোনটিকে আপনি বেশী গুরুত্ব দেবেন?

২। প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা দিন ও পার্থক্য উদাহরণসহ লিখুন।

পাঠ - ২

প্রশ্নের বিষয়বস্তু, কাঠামো ও ধরণ
Content, Structure and Types of Questions

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- প্রশ্নের বিষয়বস্তু
- প্রশ্ন কাঠামো
- প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন
- প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন
- প্রশ্নের ধরণ

প্রশ্নের বিষয়বস্তু (Question Content)

সকল উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের মূল ভিত্তি হলো প্রশ্ন। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে অনুবাদ করাই হলো প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের প্রধান কাজ।

সকল উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের মূল ভিত্তি হলো প্রশ্ন। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে অনুবাদ করাই হলো প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের প্রধান কাজ। এ সব প্রশ্নের উত্তরই অনুকল্প পরীক্ষার জন্য তথ্য যোগায়। গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা তাদের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণ সম্পর্কে যা বলেন গবেষক শুধুমাত্র তাই পরিমাপ করেন। তিনি তাদের প্রকৃত চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণকে পরিমাপ করেন না। যেমন, একটি গবেষণায় উত্তরদাতারা যদি বলেন যে, তারা মাদক দ্রব্য সেবন করেন না, সে ক্ষেত্রে গবেষক উত্তরদাতাদের মাদক দ্রব্য সেবনের প্রকৃত আচরণকে পরিমাপ করেন নি, কেবলমাত্র তারা যা বলেছেন সেগুলোকেই পরিমাপ করেছেন। অর্থাৎ, যখন আমরা উপসংহার টানি, তখন আমরা উত্তরদাতা যা বলেন তার উপর নির্ভর করি, তারা প্রকৃতপক্ষে যা করেন তার উপর নয়। অতএব, মানুষের আচরণ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রশ্নকে এমনভাবে নির্মিত হতে হবে, যাতে মানুষ তাদের আচরণের সত্যিকার রূপটিকেই প্রকাশ করেন। প্রশ্ন নির্মাণের পূর্বে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনে রাখা প্রয়োজন।

মানুষের আচরণ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রশ্নকে এমনভাবে নির্মিত হতে হবে, যাতে মানুষ তাদের আচরণের সত্যিকার রূপটিকেই প্রকাশ করেন।

প্রশ্নের বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্বাচনের জন্য গবেষক সাধারণতঃ গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে গবেষক ধারণা করে নেন যে, তিনি যা জানতে চান উত্তরদাতার কাছে সেই সব তথ্য রয়েছে, তারা সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তারা সে সকল তথ্য ধারণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে তা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিষয়টি এত সরল নাও হতে পারে। প্রশ্নের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও যেহেতু প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচী উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেহেতু মানুষ যা জানে, যা বিশ্বাস করে, যা প্রত্যাশা করে, যা অনুভব করে, যা চায়, যা করে বা করতে চায়, যা করেছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই যুক্তিযুক্ত।

অধিকাংশ প্রশ্নকে সাধারণতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়: তথ্যমূলক প্রশ্ন এবং ভাবগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্ন।

অধিকাংশ প্রশ্নকে সাধারণতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়: তথ্যমূলক প্রশ্ন এবং ভাবগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্ন। তথ্যমূলক প্রশ্ন উত্তরদাতাদের পটভূমি, বৈশিষ্ট্য, আচরণ, পরিবেশ, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য করা হয়। সবচেয়ে প্রচলিত ধরণের তথ্যমূলক প্রশ্ন হলো পটভূমিমূলক প্রশ্ন, যা উত্তরদাতার লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, বৈবাহিক মর্যাদা, শিক্ষা, আয়, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য আহরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়। এ সব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের শ্রেণীবিভক্ত করলে পরবর্তীতে তাদের আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলোকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। অন্যান্য ধরণের তথ্যমূলক প্রশ্ন উত্তরদাতার সামাজিক পরিবেশের উপর তথ্য সরবরাহ করে। যেমন, উত্তরদাতার

পরিবারে কতজন সদস্য বাস করেন, অবসর সময়ে তিনি কি করেন, তিনি কাজে যাবার সময় কি ধরণের যানবাহন ব্যবহার করেন, ইত্যাদি। অন্যান্য প্রশ্নের তুলনায় তথ্যমূলক প্রশ্ন নির্মাণ সহজতর বলে মনে করা হলেও উত্তরদাতা বিভিন্ন কারণে ভুল উত্তর দিতে পারেন। যেমন, তথ্যটি তার জানা নাও থাকতে পারে, জানা থাকলে তা হুবহু স্মরণ করতে নাও পারেন, প্রশ্নটিকে বুঝতে নাও পারেন, অথবা তথ্যটি জানাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন।

ভাবগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তরদাতার মনোভাব, অনুভূতি, বিশ্বাস এবং মতামতের সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তির মনোভাব তখনই তার বক্তব্য বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, যখন মনোভাব প্রকাশের বিষয়বস্তু উত্তরদাতার প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে ধরা পড়বে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি কোন বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শন করবেন তখনই, যখন সে বিষয়ে তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, বা প্রত্যক্ষভাবে সে বিষয়ের মুখোমুখি হবেন। মতামত ও মনোভাবের উপর প্রশ্ন নির্মাণ ও পরিমাপ দু'টোই বেশ জটিল। একটি মতামতমূলক বক্তব্যের সাথে কি পরিমাণ উত্তরদাতা একমত হলেন কি হলেন না তার ভিত্তিতে মতামতকে এবং একটি মনোভাব মাপনীর অন্তর্ভুক্ত বহু মনোভাবমূলক বক্তব্যের (সেটি পাঁচ থেকে পাঁচশটি হতে পারে) সাথে উত্তরদাতার একমত হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে মনোভাবকে পরিমাপ করা হয়। মনোভাব পরিমাপের আবশ্যকীয় শর্তটি হলো যে, মনোভাবমূলক বক্তব্যগুলোকে একটি মাপনীর মাধ্যমে তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন কাঠামো (Question Structure)

পাঠ ১-এ আমরা জেনেছি যে, যে তথ্য চাওয়া হয়, জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটি যেন উত্তরদাতাকে তা দেবার জন্য উৎসাহী করে তোলে। প্রশ্ন তৈরিতে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো: এদের ধরণ, বিষয়বস্তু, শব্দ বিন্যাস, কাঠামো, রীতি এবং অনুক্রম। ভালো প্রশ্ন নির্বাচন করা একটি অতি সূক্ষ্ম, জটিল, ক্লান্তিকর এবং কখনো কখনো হতাশাব্যঞ্জক কাজ, যা কেউ প্রকৃত অনুশীলন না করা পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। অতএব, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তার পূর্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, প্রশ্নের কাঠামোটি কি হবে। উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণে সাধারণতঃ দু'ধরণের প্রশ্ন কাঠামো ব্যবহৃত হয়ে থাকে: 'প্রান্ত-খোলা' ও 'প্রান্ত-বন্ধ' প্রশ্ন কাঠামো। গুণগত মানসম্পন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্তের সহজ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশ্নের কাঠামো কি প্রান্ত-খোলা হবে, না কি প্রান্ত-বন্ধ হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ গবেষকদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এই প্রান্ত-খোলা বা প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের রীতিটি কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী এবং স্ব-পরিচালিত প্রশ্নমালা উভয় ধরণের প্রশ্ন নির্মাণ পরিকল্পনার সাথে জড়িত।

প্রান্ত-খোলা বা প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন ব্যবহারের যথাযর্থতা কতগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। *প্রথমতঃ*, যদি গবেষকের উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি উত্তরদাতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যের সাথে 'একমত' বা 'দ্বিমত' পোষণ করা সম্পর্কে জানতে চান, সে ক্ষেত্রে প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের ব্যবহার বেশ উপযোগী হয়ে থাকে। আর যদি উত্তরদাতা তার নিজস্ব ভাষায় কোন বিষয় সম্পর্কে কিভাবে মতামত প্রকাশ করেন তা তিনি জানতে চান, সে ক্ষেত্রে প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গ সম্পর্কে উত্তরদাতার জ্ঞানের ঘাটতির মাত্রাকে জানতে পারেন, যা প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে জানা যায় না। *তৃতীয়তঃ*, যেখানে উত্তরদাতার মনে এখন পর্যন্ত কোন মতামত দানা বেধে উঠে নি, সেখানে প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে প্রদত্ত কোন উত্তর-দফা বা তার বিকল্প গ্রহণ এক ধরণের ভ্রান্ত মতামত প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি করে। *চতুর্থতঃ*, কোন ধরণের প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিবেচনাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন তখনই ব্যবহার করা উচিৎ হবে, যখন একটি প্রশ্নের তত্ত্বগতভাবে প্রাসঙ্গিক সকল সম্ভাব্য উত্তর-দফাকে আগে থেকেই নির্ধারণ করা যায় এবং উত্তর-দফাগুলো সীমিত সংখ্যক হয়।

অন্যদিকে, প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের ব্যবহার তখনই যথাযথ হবে, যখন অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বগত ভিত্তি তেমন বিকশিত থাকে না। এ ছাড়াও, গবেষকের পক্ষে যদি আগে থেকেই প্রশ্নের সম্ভাব্য

উত্তর-দফাগুলোকে নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, অথবা যদি সম্ভাব্য উত্তর-দফার পরিমাণ অনেক বেশী হয় এবং যার তালিকা প্রস্তুত করা বাস্তবসম্মত হয় না, সে ক্ষেত্রে প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের ব্যবহার যথাযথ হবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে, প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে দু'ধরণের প্রশ্নেরই সম্মিলিত প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে উত্তর-দফাগুলোকে তালিকাবদ্ধ করার পর 'অন্যান্য' বলে একটি দফা যুক্ত করা হয়, যাতে পূর্বে-ভাবা যায়নি এমন উত্তর এলে তা পরবর্তীতে সাংকেতীকরণের মাধ্যমে উত্তর-দফায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যখন 'অন্যান্য' দফাটি যুক্ত করা হয়, তখন উত্তরদাতাকে তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য নির্দেশনা দেবার প্রয়োজন হয়।

প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন (Open-ended Questions)

প্রান্ত-খোলা প্রশ্নে কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর-দফা থাকে না এবং উত্তরদাতা যা বলেন তার পুরোটিই হয় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বা উত্তরদাতা নিজে লিপিবদ্ধ করেন। প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন অনেকটা পরীক্ষায় রচনামূলক প্রশ্নের মত। এ ধরণের প্রশ্নের রীতিতে উত্তরদাতা কোন বিধিবদ্ধ কাঠামো অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে যেভাবে খুশি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। যেমন, একজন উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, 'দেশে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার রোধকল্পে কি করা যায় বলে আপনি মনে করেন'? প্রশ্নের পরে খালি জায়গা দেয়া থাকে, যেখানে উত্তরদাতা তার স্বাধীন মতামত প্রদানের মাধ্যমে উত্তর দেবেন। তবে প্রান্ত-খোলা প্রশ্নকে খুব সতর্কতার সাথে নির্মাণ করা উচিৎ, যাতে করে প্রশ্নটি সব উত্তরদাতার কাছে একটি পরিমিত, স্বাভাবিক ও সর্বজন স্বীকৃত প্রশ্নে পরিণত হয়। পরিমিতিকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, প্রশ্নটি তখনই অর্থবহ হবে যখন এটি নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সব উত্তরদাতা প্রশ্নটির প্রতি একইভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন এবং উত্তরটি তুলনাযোগ্য হবে।

প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের কিছু বিশেষ সুবিধা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, প্রশ্নের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার পর উত্তরদাতা তার চিন্তাকে তার নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। *দ্বিতীয়তঃ*, উত্তরদাতা তার বিশ্বাস, অনুভূতি, মতামত বা পরামর্শ স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত মনে উত্তর দিতে পারেন। প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেমন কিছু নির্দিষ্ট উত্তর-দফা থেকে (যেমন, 'একমত' বা 'দ্বিমত', 'হ্যাঁ' বা 'না', ইত্যাদি) উত্তরদাতাকে বেছে নিতে বাধ্য করা হয়, প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা এমন কিছুতে বাধ্য থাকেন না। *তৃতীয়তঃ*, প্রান্ত-খোলা প্রশ্নে ব্যতিক্রমী উত্তর দেবার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ, গবেষক হয়তো পূর্বে কখনো প্রত্যাশা করেন নি এমন উত্তরও উত্তরদাতা দিতে পারেন। *চতুর্থতঃ*, যেহেতু প্রান্ত-খোলা প্রশ্নে কোন নির্দিষ্ট ধরণের উত্তরের ইঙ্গিত দেয়া থাকে না, সেহেতু উত্তরদাতা প্রকৃত ও অকৃত্রিম উত্তর দিতে পারেন। ফলে, প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতার জ্ঞান ও উপলব্ধির মাত্রাটি জানা যায় এবং উত্তরদাতার জন্য কোন দিকটি মুখ্য, তাও অনুমান করা যায়। *পঞ্চমতঃ*, গবেষণার বিষয়টির কোন নতুন দিক বা যেদিকে গবেষকের সীমিত জ্ঞান রয়েছে এমন দিক উন্মোচনের জন্য প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন খুবই উপযোগী। এ ধরণের প্রশ্ন থেকে পরবর্তীতে প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের উত্তর-দফা গঠন করা বেশ সহজতর হয়। *ষষ্ঠতঃ*, প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের উত্তর যদি উত্তরদাতার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে উত্তরদাতাকে আরো কিছুটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা বা বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রোৎসাহিত করতে পারেন।

প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন গবেষকের জন্য কিছু সমস্যাও তৈরি করে। *প্রথমতঃ*, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের জন্য এ ধরণের সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। *দ্বিতীয়তঃ*, তথ্য সংগ্রহের পর উত্তরগুলোকে আবার প্রান্ত-বন্ধ আকারে রূপান্তরিত করার জন্য গবেষককে একটি সাংকেতীকরণ কাঠামো নির্মাণ করতে হয়। এর ফলে, উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত কিছু তথ্য হারিয়ে যেতে পারে। *তৃতীয়তঃ*, এই পদ্ধতিটি অনেকটা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মতই এবং কখনও কখনও একে 'পরবর্তী-সাংকেতীকরণ' বলে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিটি শুধু সময়সাপেক্ষই নয়, এটি কিছুটা অনির্ভরযোগ্যও বটে। কারণ, এতে উত্তর সাংকেতীকরণের সময় ভিন্নতা তৈরির সুযোগ থাকার ফলে পরিমাপজনিত ভ্রান্তি হতে পারে, যা গবেষণার যথার্থতাকে ব্যাহত করে। *চতুর্থতঃ*, উন্মুক্ত প্রশ্নে উত্তরদাতার শ্রম বেশি হয়। স্ব-পূরণকৃত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের সীমিত উপযোগিতা

রয়েছে। প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন যেহেতু অধিক শ্রমসাধ্য এবং উচ্চ প্রেষণা ও মনযোগের সাথে এর উত্তর দিতে হয়, সেহেতু বহু উত্তরদাতা বড় উত্তর লেখার ভয়ে অনুৎসাহীত হয়ে পড়তে পারেন, যা হয়তো নিম্ন হারে প্রশ্নমালা পূরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে ডাকে প্রেরিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে। *পঞ্চমতঃ*, কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারভিত্তিক গবেষণায় উত্তর লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী থেকে অন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মধ্যে ভিন্নতা তৈরি হয়। কারণ, উত্তরদাতা যা বলেন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পক্ষে তা হুবহু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। এই ভিন্নতা উপাত্তের মধ্যে ভ্রান্তি তৈরি করে। *ষষ্ঠতঃ*, কখনো কখনো প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের উত্তর দেয়া ও বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন (Closed-ended Questions)

প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট উত্তর-দফার বিকল্প দেয়া থাকে, যা থেকে তারা তাদের পছন্দসই উত্তর বেছে নিতে পারেন। এটি পরীক্ষায় বহুবিকল্পযুক্ত (multiple-choice) উত্তর-দফা সম্বলিত প্রশ্নের মত। প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের উত্তর-দফার এই বিকল্পগুলো তিনটি প্রধান উপায়ে উপস্থাপন করা যায়। প্রথমটি কেবল 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ধরণের হতে পারে; দ্বিতীয়টি বিভিন্ন মাত্রায় মতামত প্রদানের মাপনী সম্বলিত হতে পারে; এবং তৃতীয়টি ক্রমপরম্পরায় সম্পর্কযুক্ত উত্তর বিন্যাস ধরণের হতে পারে, যেখান থেকে উত্তরদাতা তার অবস্থানের কাছাকাছি একটিকে নির্বাচন করবেন। প্রশ্নের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে উত্তর-দফার জটিলতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। গবেষক প্রায়শঃ উত্তরদাতাকে 'অন্যান্য' নামে একটি অতিরিক্ত উত্তর-দফা সরবরাহ করেন, যাতে করে উত্তর-দফায় উলি খিত নেই, অথচ উত্তরদাতার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ এমন বিষয় উত্তরদাতার উত্তর হলে তা যেন তিনি নির্দিষ্টভাবে উলে- খ করার মাধ্যমে তা লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন গবেষককে কতগুলো সুবিধা প্রদান করে। *প্রথমতঃ*, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সহজ এবং উত্তর দেয়াও সহজ। *দ্বিতীয়তঃ*, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উভয়েরই কোন কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। প্রযোজ্য উত্তর-দফাকে শুধুমাত্র টিক ও ক্রস চিহ্ন দিলে বা বৃত্তকার করলেই চলে। *তৃতীয়তঃ*, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তর থেকে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সহজ হয়। *চতুর্থতঃ*, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন উত্তরের তুলনাযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। কারণ, প্রান্ত-খোলা প্রশ্নে পরবর্তী-সাংকেতীকরণের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের বিপরীতে কোন একটি নির্দিষ্ট সংকেত প্রদান করা হলে সেটি প্রকৃতপক্ষে এক উত্তরদাতা থেকে অন্য উত্তরদাতার মধ্যে কোন ভিন্নতা তৈরি করে না। *পঞ্চমতঃ*, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন উত্তরদাতার কাছে প্রশ্নের অর্থকে স্পষ্ট করে তোলে। কখনো কখনো উত্তরদাতা হয়তো কোন প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন না এবং এ সব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তরের লভ্যতা প্রশ্নের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তোলে। *ষষ্টতঃ*, সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধকরণে ভিন্নতার সম্ভাবনাকে হ্রাস করে থাকে।

প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। *প্রথমতঃ*, উত্তরদাতার উত্তরে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব থাকে। *দ্বিতীয়তঃ*, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের বাধ্যতামূলক উত্তর পছন্দের ক্ষেত্রে উত্তর দফাগুলোকে পারস্পরিকভাবে অন্যন্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ কি না তা বলা কঠিন। *তৃতীয়তঃ*, বাধ্যতামূলক উত্তর-দফাগুলোর পছন্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। উপলব্ধির এই ভিন্নতার কারণে বাধ্যতামূলক পছন্দের উত্তর-দফাগুলোর উপস্থিতি সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। *চতুর্থতঃ*, উত্তরদাতা যে উত্তরটি দিতে চান সেটি যদি প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নে প্রদত্ত উত্তর-দফাগুলোয় উপস্থিত না থাকে, তবে তা উত্তরদাতার জন্য বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। *পঞ্চমতঃ*, সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে অনেক বেশি পরিমাণে প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন থাকলে তা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, এতে কথোপকথনের সুযোগ থাকে খুব কম।

প্রশ্নের ধরণ (Types of Questions)

এখানে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী বা স্ব-পূরণকৃত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। কি ধরণের ও কি রীতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হবে তা নির্ভর করে গবেষণার উদ্দেশ্য, নমুনার আকার ও প্রকৃতি, পরিমাপের লক্ষ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির উপর। প্রশ্ন প্রণয়নের বিভিন্ন রীতি ও ধরণ রয়েছে। আমরা এখানে উলে খযোগ্য কয়েকটি ধরণ ও রীতির উলে- খ করবো।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Questions): প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নগুলোই হলো কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন। তবে, সেগুলো পূর্ব-সাংকেতীকরণকৃত বা পরবর্তী-সাংকেতীকরণকৃত হতে পারে। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনি কি বর্তমানে***

- ☐ অবিবাহিত
- ☐ বিবাহিত
- ☐ তালাকপ্রাপ্ত
- ☐ বিচ্ছিন্ন
- ☐ বিধবা
- ☐ বিপত্নীক
- ☐ অন্যান্য?

কিন্তু কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলো প্রান্ত-খোলা হলেও উত্তর-দফার সূক্ষ্মতার কারণে সেগুলো আপনাআপনিই কাঠামোবদ্ধ হতে পারে। কারণ, এতে উত্তরের দফা একটি থাকে। যেমন,

প্রশ্ন: ***গত জন্মদিনে আপনার বয়স কত বছর হয়েছে?*** _____ ***বছর।***

অকাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Unstructued Questions): প্রান্ত-খোলা এবং সাংকেতীকরণ ছাড়া যে সব প্রশ্ন নির্মাণ করা হয় সেগুলোকে অকাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলে। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনার বৈবাহিক মর্যাদা কি?*** _____

অকাঠামোবদ্ধ এবং প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের উত্তর কৌতুহলোদ্দীপক হলেও তা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। যেমন, বৈবাহিক মর্যাদার উপর উপরের প্রশ্নটির উত্তরে কেউ বলতে পারেন, 'খুব ভালো', আবার কেউ বলতে পারেন যে, 'যা আশা করেছিলাম ঠিক তেমনই', আবার কেউ এমনও উত্তর দিতে পারেন যে, 'আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে'। অতএব, কোন প্রান্ত-খোলা প্রশ্নের এ ধরণের বিভ্রান্তিমূলক উত্তর পাবার সম্ভাবনা থাকলে সেই প্রশ্নটিকে কাঠামোবদ্ধ করে তৈরি করা শ্রেয়।

ছকবদ্ধ প্রশ্ন (Grid Type Quesitons): একই সাথে দুই বা ততোধিক প্রশ্নের জবাব লিপিবদ্ধকরণের জন্য সারণি বা ছক ব্যবহার করা হয়। যেমন,

প্রশ্ন: ***নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের কোনটিতে আপনি কত বছর শিক্ষকতা করেছেন?***

বিদ্যালয়ের ধরণ	*বছর*			
	১-২ বছর	*৩-৪ বছর*	*৪-৫ বছর*	*৬ বছরের অধিক*
সরকারী				
বেসরকারী				
ইংরেজি মাধ্যম				
বৃত্তিমূলক				

অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে বলুন)				

তালিকাবদ্ধকরণ প্রশ্ন (Listing Type Questions): এ ধরণের প্রশ্নে কিছু দফার তালিকা দেওয়া হয়, যার যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়। যোগ্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নে উত্তরদাতাকে বেশ কিছু যোগ্যতার একটি তালিকা দেওয়া হয়। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

- ☐ প্রাথমিক
- ☐ মাধ্যমিক
- ☐ উচ্চ মাধ্যমিক
- ☐ স্নাতক
- ☐ স্নাতকোত্তর
- ☐ পি এইচ ডি
- ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে বলুন)।

শ্রেণীবদ্ধ প্রশ্ন (Category Questions): উত্তর হিসাবে কিছু শ্রেণীবদ্ধ দফা উপস্থাপন করা হয়। উত্তরদাতা কেবল একটি শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং সেই শ্রেণীতেই টিক চিহ্ন দিবেন। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনি কোন বয়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

- ☐ ১৫-১৯ বছর
- ☐ ২০-২৪ বছর
- ☐ ২৫-২৯ বছর
- ☐ ৩০-৩৪ বছর
- ☐ ৩৫-৩৯ বছর
- ☐ ৪০-৪৪ বছর
- ☐ ৪৫-৫০ বছর

ক্রমমূলক প্রশ্ন (Ranking Type Qustions): উত্তরদাতাদের কোন গুন বা বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ক্রমের ভিত্তিতে সাজাতে বলা হতে পারে। যেমন, জীবনের মান সম্পর্কিত একটি গবেষণায় উত্তরদাতাদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব বা অগ্রাধিকারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি ক্রমমূলক প্রশ্নগুচ্ছের নমুনা নিম্নে দেখানো হলো।

প্রশ্ন: ***আপনার জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নিম্নের চারটি বক্তব্যের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোনটিকে আপনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বলে মনে করেন? (পছন্দের সংখ্যাটিকে বৃত্তাকার করুন)।***

		ক্রমমান			
ক.	*ভালো আয় ও জীবনে ভালো জিনিসকে ভোগ করার মত একটি সমৃদ্ধ জীবন*	১	২	৩	৪
খ.	*সম্পূর্ণরূপে আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে একটি সুখী পরিবারিক জীবন*	১	২	৩	৪
গ.	*অর্জনের মাধ্যমে সম্মান ও স্বীকৃতিসম্পন্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন*	১	২	৩	৪
ঘ.	*সকল মৌলিক চাহিদা মিটানোর মত একটি নিরাপদ জীবন*	১	২	৩	৪

মাপনীমূলক প্রশ্ন (Scale Type Questions): প্রশ্ন প্রণয়ন পরিকল্পনায় মাপনীর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে মনোভাব পরিমাপের ক্ষেত্রে। এতে কোন একটি বিষয়ে মনোভাব পরিমাপের

লক্ষ্যে গবেষক এক বা একাধিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং পূর্ব-নির্ধারিত সাংকেতীকরণের ভিত্তিতে উত্তরদাতাকে সে সকল বক্তব্যের উপর প্রদত্ত ক্রমমূলক উত্তর-দফার ভিত্তিতে তাদের মতামত প্রদান করতে বলেন। যেমন,

প্রশ্ন: ***আইন বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করে ফেলা উচিৎ। (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *সম্পূর্ণ একমত* ☐ *একমত* ☐ *নিশ্চিত নয়* ☐ *দ্বিমত* ☐ *সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত*

পরিমাণ ও তথ্যমূলক প্রশ্ন (Quantity Type and Factual Questions): এ ধরণের প্রশ্নের মাধ্যমে কোন সংখ্যা দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। এ ধরণের প্রশ্ন সাধারণতঃ প্রশ্নমালার ব্যক্তিগত অংশে থাকে এবং প্রায়শঃ 'জনবৈজ্ঞানিক তথ্য' বা 'উপাত্ত পত্র' হিসাবে অভিহিত করা হয়। যেমন, বয়স, আয়, আবাসস্থল, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। চলকের প্রকৃতি ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে তথ্যমূলক প্রশ্ন প্রান্ত-বন্ধ ও প্রান্ত-খোলা দু'রকমই হতে পারে। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনার আনুমানিক বাৎসরিক আয় কত? (যথাযথ ঘরে টিক দিন)।***

☐ ৫০,০০০ টাকার নীচে
☐ ৫০,০০০-১,০০,০০০ টাকা
☐ ১,০০,০০০-১,৫০,০০০ টাকা
☐ ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ টাকা
☐ ২,০০,০০০ টাকার উপরে

প্রশ্ন: ***আপনার বয়স কত বছর? _____ বছর।***

প্রশ্ন: ***আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন? _____ জন।***

সারাংশ

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী। এই পাঠে আমরা প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, কাঠামো এবং প্রশ্নের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। সাধারণতঃ, প্রশ্নের কাঠামো ও ধরণ নির্ভর করে গবেষণা সমস্যার প্রকৃতির উপর। তবে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন বেশী থাকলে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তা প্রাণবন্ত না হয়ে অনেকটা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের প্রধান কাজ:

ক. গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে একত্রিত করা
খ. গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে জানান দেয়া
গ. গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে অনুসূচীবদ্ধ করা
ঘ. গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে সারণিবদ্ধ করা।

২। মনোভাব পরিমাপের আবশ্যকীয় শর্তটি হলো:

ক. মনোভাবমূলক বক্তব্যগুলোকে একটি মাপনীর মাধ্যমে তৈরি করতে হবে
খ. মনোভাবমূলক বক্তব্যগুলোকে বর্ণনা করতে হবে
গ. মনোভাবমূলক বক্তব্যগুলোকে উত্তদাতার কাছে সাক্ষাৎকারের আগেই পৌছাতে হবে
ঘ. উপরের সব।

৩। উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণে সাধারণতঃ _____ প্রশ্ন কাঠামো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক. দু'ধরণের
খ. তিন ধরণের
গ. চার ধরণের
ঘ. পাঁচ ধরণের

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রান্ত-খোলা প্রশ্ন কী?

২। প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের একটি গ্রামে কৃষি আয়-ব্যয়ের উপর গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচী তৈরি করুন?

২। প্রান্ত-খোলা এবং প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নমালার মধ্যে আপনি কোনটিকে পছন্দ করেন? আপনার উওরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

পাঠ - ৩

প্রশ্নের শব্দবিন্যাস, অনুক্রম ও আঙ্গিক
Wording, Ordering and Format of Questions

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- প্রশ্নের শব্দবিন্যাস
- প্রশ্নের বিন্যাস ও অনুক্রম
- প্রশ্নের আঙ্গিক
- উত্তর-দফার আঙ্গিক

প্রশ্নের শব্দবিন্যাস (Wording of Questions)

একটি উত্তম ও যথার্থ প্রশ্ন উত্তরদাতার মধ্যে গবেষণার গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও অপরিহার্যতার অনুভূতি তৈরি করে।

যেহেতু একটি গবেষণায় প্রশ্নের মাধ্যমেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, সেহেতু প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন। একটি উত্তম ও যথার্থ প্রশ্ন উত্তরদাতার মধ্যে গবেষণার গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও অপরিহার্যতার অনুভূতি তৈরি করে। প্রশ্ন নির্মাণে সামাজিক বিজ্ঞানের কঠিন প্রত্যয় বা পরিভাষাগুলো অহেতুক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। প্রশ্নের শব্দগুলো এমন হওয়া উচিৎ যাতে করে উত্তরদাতা সেগুলো সহজেই বুঝতে পারেন এবং তার অভিজ্ঞতার সাথে মিলাতে পারেন। যেহেতু উত্তরদাতা সর্বস্তরের জনগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হন, সেহেতু প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোকে অর্থের দিক থেকে স্পষ্ট, সহজ ও সরল হতে হবে, যাতে করে একজন সাধারণ মানুষও সহজেই বুঝতে পারেন। খুব বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। প্রশ্নের মধ্যে শব্দ বিন্যাস এমন হওয়া উচিৎ, যা প্রতিটি উত্তরদাতার কাছে একই অর্থ বহন করে।

প্রশ্নের শব্দ নির্বাচন বা বিন্যাস অভিজ্ঞতামূলক মূল্যায়নের প্রতি প্রযোজ্য হতে হবে, যার মাধ্যমে বিশেষ কোন শব্দ অজ্ঞাত পক্ষপাতকে প্রশ্নের মধ্যে প্রবিষ্ট করাচ্ছে কি না তা বোঝা যাবে। কেন না, অনেক শব্দের গূঢ় বা ভাবগত অর্থ গবেষকের জানা থাকে না, যা প্রশ্নের উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, একটি বিশেষ শব্দ উত্তরদাতার কাছে কি কি অর্থ বহন করতে পারে তা নিরূপণের জন্য গবেষক প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন সমার্থক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশ্নটির বিভিন্ন ভাষ্য নির্মাণ করে পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রশ্নকে সাধারণতঃ বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে বর্ণনা করা উচিৎ। একমাত্র অতীত অভিজ্ঞতামূলক বা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে পারে। যথাযথ কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত না হলে উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্ন বিভ্রান্তিকর হতে পারে। একের অধিক ধারণা বহণকারী জটিল প্রশ্ন নির্মাণ এড়িয়ে চলা উচিৎ। কেবলমাত্র একটি ধারণাকে বহন করে প্রশ্নকে সহজ, সরল এবং প্রত্যক্ষ হতে হবে। যে ধরণের শব্দ, শব্দবিন্যাস ও প্রশ্ন এড়িয়ে চলা উচিৎ তার কিছু উদাহরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অনুমানমূলক প্রশ্ন (Ambiguous, Imprecise and Presumptive Questions): গবেষকের কাছে একটি প্রশ্ন স্বচ্ছ ও স্পষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু সাধারণ উত্তরদাতার কাছে তা নাও মনে হতে পারে। একজনের কাছে যেটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ, অন্য মানুষের কাছে তার ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। প্রশ্নের মধ্যে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অনুমানমূলক শব্দ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু বিষয় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা যাক। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনি আপনার সন্তানের বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *অনেকখানি* ☐ *একেবারেই না* ☐ *কিছুটা*

এ ক্ষেত্রে, 'অনেক খানি'-র অর্থ দুজন ব্যক্তির কাছে দু'রকম হতে পারে। তা ছাড়া, এটিও নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, উত্তরদাতাদের প্রত্যেকেই 'পাঠ্যক্রম' শব্দটি দিয়ে একই বিষয়কে বুঝছেন কি না? এ ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং প্রতিটি উত্তর-দফার জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক। আরেকটি উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। নিম্নের প্রশ্নটিকে খুবই সাধারণ ও সরল মনে হতে পারে। কিন্তু কিছুটা গভীরে গেলে এর ভিতরের সমস্যাটি ধরা পড়ে। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনার সন্তান কি ধরণের বিদ্যালয়ে পড়ে? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

- ☐ কিন্ডারগার্টেন
- ☐ প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ☐ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- ☐ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়
- ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) _____

এই প্রশ্নে ধারণা করা হয়েছে যে, উত্তরদাতার কেবলমাত্র একজন সন্তান রয়েছে। কিন্তু তার যদি চারজন সন্তান থাকে? যদি একটিও না থাকে? অথবা তিনি যদি বিবাহিতই না হন? সে ক্ষেত্রে তিনি কি উত্তর দেবেন?

দ্বি-মুখী প্রশ্ন (Double-barreled Questions): দ্বি-মুখী বা দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন যে কোন পরিস্থিতিতেই বিভ্রান্তিকর এবং নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ উপাত্ত সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দ্বি-মুখী প্রশ্নের মধ্যে একাধিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনি কি সাঁতার এবং জিমন্যাষ্টিকস চর্চা করেন? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *হ্যাঁ* ☐ *না* ☐ *জানি না*

এই প্রশ্নের সমস্যাটি হলো যে, উত্তরদাতা যদি শুধু একটি বিষয় চর্চা করেন, তবে তিনি কি উত্তর দেবেন? কোন উত্তরদাতা যদি 'হ্যাঁ' ঘরে টিক চিহ্ন দেন, তা কি দু'টিকেই চর্চা করা বুঝাবে? যদি তিনি শুধুমাত্র সাঁতার চর্চা করেন বা জিমন্যাষ্টিকস চর্চা করেন, সে ক্ষেত্রে কোনটিকে উত্তর বলে ধরা হবে? যদি উত্তর-দফাগুলোকে আলাদা করে এর একটিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়, বা কোন মানদন্ডের ভিত্তিতে সেগুলোকে ক্রমমূলকভাবে সাজাতে বলা হয়, কেবল তখনই 'এবং' শব্দটি ব্যবহার করে দু'টি বিষয়কে একত্রিত করা যায়। যেমন,

প্রশ্ন: ***দেশ বর্তমানে দু'টি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন: সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং দুর্নীতি। এ দু'টি সমস্যার কোনটিকে আপনি প্রধান বলে মনে করেন? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা* ☐ *দুর্নীতি* ☐ *জানি না*

প্রণোদনামূলক প্রশ্ন (Leading Questions): প্রণোদনামূলক প্রশ্ন এমনভাবে নির্মিত হয়, যাতে করে মনে হয় যেন গবেষক একটি বিশেষ উত্তরকে প্রত্যাশা করছেন। প্রণোদনামূলক প্রশ্ন চিহ্নিত করা সহজ নয়। তবে, প্রশ্নে আবেগপূর্ণ ভাষার ব্যবহার উত্তরদাতার উত্তরকে নির্দিষ্ট কোন দিকে নির্দেশিত করতে পারে, বা প্রণোদিত করতে পারে। যেমন,

প্রশ্ন: ***'সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে পিতামাতার মতামত দেওয়ার অধিকার রয়েছে' আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত নন? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *হ্যাঁ* ☐ *না* ☐ *জানি না*

এ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে কোন অভিভাবকের পক্ষে 'না' বলা কঠিন। কারণ, প্রশ্নটি ঠিক এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে করে উত্তরদাতার কোন বিকল্প পছন্দ থাকে না। কারণ, মানুষ অসম্মতি

মানুষ অসম্মতি প্রকাশের তুলনায় প্রশ্নের ভাষার সাথে সম্মতি প্রকাশ করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন।

প্রকাশের তুলনায় প্রশ্নের ভাষার সাথে সম্মতি প্রকাশ করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত এবং গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধের সাথে সম্মতি প্রকাশেও মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে, কোন প্রসঙ্গকে অগ্রাধিকার দেয়া শব্দের ব্যবহার প্রশ্নের উত্তরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন, প্রশ্নটি যদি হয় যে, 'দরিদ্র মানুষকে সহযোগীতার ক্ষেত্রে সরকার কি খুব বেশী বা কম অর্থ বরাদ্দ করেছেন'? এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ খুব কম অর্থ বরাদ্দের কথাই উলে খ করবেন। অতএব, কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করতে পারে বা বিশেষ অর্থ বা ইঙ্গিত বহন করে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

অনুমানমূলক বা অনুকল্পমূলক প্রশ্ন (Presuming or Hypothetical Quesitons): এ ধরণের প্রশ্নে এমন একটি অন্তর্নিহিত অনুমান থাকে যে, প্রশ্নটি যেন নমুনায় অন্তর্ভুক্ত সকল উত্তরদাতার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োজ্য। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনার নিয়োগকারী কি আপনাকে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটির যথেষ্ট সুযোগ দেন? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *হ্যাঁ* ☐ *না* ☐ *জানি না*

এ প্রশ্নের সমস্যাটি হলো যে, উত্তরদাতা যদি মাতৃত্বকালীন ছুটির নীতিতেই বিশ্বাসী না হন, সে ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কোন উত্তর-দফা বেছে নিবেন? এই প্রশ্নে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া অবশ্যই উচিৎ এবং এমন অনুমানের কারণেই প্রশ্নটি অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ারে এ ধরণের সমস্যা থাকলে তা হবে ত্রুটিযুক্ত। কিছু উত্তরদাতা সৌজন্য রক্ষার খাতিরে যে কোন একটি উত্তর-দফাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে উপাত্তকে বিকৃত করে ফেলবেন। প্রশ্নের মধ্যে 'প্রযোজ্য নয়' উত্তর-দফা যুক্ত করে এ ধরণের প্রশ্নকে ছাঁকনী প্রশ্ন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কখনো কখনো অনুমান করা হয় যে, প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি সবার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তা উত্তরদাতাকে অপ্রস্তুত বা বিরক্ত করে তুলতে পারে। যেমন,

প্রশ্ন: ***'আপনার যদি কোন পারিবারিক দায়িত্ব না থাকে এবং প্রচুর অর্থ থাকে, আপনি সেই অর্থ দিয়ে কি করবেন'?***

কোন উত্তরদাতা এর জবাবে বলতে পারেন যে, 'আমার পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে, আমার টাকা নেই এবং যতদূর দেখা যায় ভবিষ্যতে কোনদিন তা হবেও না। তাহলে এ নিয়ে ভেবে কি লাভ'? অর্থাৎ, এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতার কিছু বলার থাকে না বলে প্রশ্নটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অপ্রীতিকর ও সংবেদনশীল বিষয়সম্পন্ন প্রশ্ন (Questions Related to Offensive and Sensitive Issues): কখনো কখনো প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে এমন বিষয়ের উপর প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, যা উত্তরদাতার জন্য অপ্রীতিকর ও সংবেদনশীল হতে পারে এবং এর ফলে তা উত্তর দেবার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, উত্তরদাতার যৌন আচরণ, মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস, ইত্যাদি। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণে দেখা গেছে যে, অপ্রীতিকর বা সংবেদনশীল বিষয়সম্পন্ন প্রশ্ন ভ্রান্ত ও পক্ষপাতমূলক উত্তর, উত্তরদানে অস্বীকৃতি ও নিম্ন হারে উত্তর দেবার প্রবণতার জন্ম দেয়। যত বেশী এ ধরণের প্রশ্ন থাকবে তত বেশী নিম্ন হারে উত্তর পাওয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনি কি ফেন্সিডিল সেবন করেন? (সঠিক ঘরে টিক দিন)।***

☐ *হ্যাঁ* ☐ *না*

সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশ্নের শব্দ বিন্যাস এবং এর ক্রম অবস্থান নিয়ে অতিরিক্ত যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। এ ধরণের সংবেদনশীল প্রশ্নগুলো প্রশ্নমালার শেষ দিকে রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনবোধে, উত্তরদাতার আত্মশাঘায় আঘাত করতে পারে এমন প্রশ্ন সরিয়ে ফেলাই ভালো।

প্রশ্নের বিন্যাস ও অনুক্রম (Ordering and Sequence of Questions)

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নে প্রশ্নের ক্রমধারায় অনুক্রমের উপাদানটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে, দু'টি বিষয়কে লক্ষ্য করতে হবে। একটি হলো বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রশ্নের বিন্যাস এবং অন্যটি হলো, প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যে নিবিড়তার ভিত্তিতে পরম্পরার অনুক্রম। অসতর্ক বা যত্নহীন প্রশ্নের বিন্যাস ও পরম্পরার অনুক্রম অনাকাঙ্খিত ফলাফলের জন্ম দিতে পারে। যেমন, নিম্ন হারে উত্তরদান বা পক্ষপাতযুক্ত উত্তর প্রদান। সাধারণভাবে, প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো পরবর্তী পর্যায়ের প্রশ্নগুলোকে প্রভাবিত করার কথা নয়। কিন্তু কখনো কখনো প্রশ্নের বিন্যাসে কোন একটি প্রশ্নের অবস্থান পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন, আমরা যদি প্রথম দিকে দারিদ্র ও দরিদ্র মানুষের অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্যমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি এবং পরের দিকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে, কোন সামাজিক সমস্যাটিকে মানুষ সবচেয়ে মারাত্মক বলে বিবেচনা করে? অধিকাংশ উত্তরদাতা দারিদ্রকেই উলে- খ করতে পারেন।

কোন কোন গবেষক এই সমস্যাকে এড়ানোর প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশ্নগুলো দৈবচয়িতভাবে বিন্যস্ত করেন। এটি একটি ব্যর্থ প্রয়াস। কারণ, এরকম দৈবচয়িত প্রশ্নের বিন্যাস উত্তরদাতার কাছে গোলমেলে এবং অর্থহীন মনে হবে। সবচেয়ে নিরাপদ সমাধান হলো সমস্যাটির সংবেদনশীলতার বিষয়টিকে বিবেচনা করা। কোন গবেষণায় প্রশ্নের ক্রমধারার বিন্যাসটি যদি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, সে ক্ষেত্রে গবেষক ভিন্ন ভিন্ন অনুক্রম অনুযায়ী প্রশ্ন বিন্যস্ত করে একাধিক প্রশ্নমালা তৈরি করতে পারেন এবং প্রাক-পরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলোর ফলাফল যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত ভাষ্যটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু তা অনেক ব্যয়বহুল কৌশল। বিকল্প হিসাবে, মতামতমূলক প্রশ্নগুলোকে তথ্যমূলক প্রশ্নের পূর্বে উপস্থাপনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রশ্নের পক্ষপাতমূলক প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

যথাযথ প্রশ্নের বিন্যাস উত্তর প্রদানে উত্তরদাতাকে আগ্রহী করে তুলতে পারে। এটি ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালার উত্তর প্রদানের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্ব-পরিচালিত প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকার অনুসূচীর প্রশ্নের প্রত্যাশিত ক্রমধারায় প্রশ্নের বিন্যাসের মধ্যে কিছুটা তফাৎ রয়েছে। প্রথমটিতে, সাধারণতঃ সবচেয়ে কৌতুহলী প্রশ্নগুচ্ছ দিয়ে শুরু করাই ভালো। যদি তেমন কৌতুহলী বিষয় না থাকে, তবে মতামতমূলক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ মতামত প্রদান করতে পছন্দ করে বলে তারা উত্তর দিতে শুরু করে। আর একবার শুরু করলে সাধারণতঃ তা শেষ করে। একইসাথে, শুরুর দিকের প্রশ্নগুলো যেন হুমকিমূলক বা অপ্রীতিকর না হয়। যেমন, যৌন আচরণ বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্ন। স্ব-পরিচালিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে, জনবৈজ্ঞানিক তথ্য (যেমন, বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক মর্যাদা, ইত্যাদি) শেষের দিকে রাখাই ভালো। সাক্ষাৎকার অনুসূচীর ক্ষেত্রে উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সবচেয়ে ভালো হয়, যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ভূমিকা দেবার পর পরিবারের সদস্যের জনবৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শুরু করেন। এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ এবং সাধারণতঃ আপত্তিজনক হয় না। এরপর ধীরে ধীরে মনোভাব এবং আরও স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রশ্নের বিন্যাস নির্ধারণের পর অনুক্রমে প্রশ্নগুলোকে উপস্থাপন করা হবে সে বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা উচিৎ। প্রশ্নের অনুক্রম নির্ধারণে দু'টি সাধারণ রূপকে গবেষকগণ উপযোগী বলে মনে করেন: চোঙা অনুক্রম (funnel sequence) ও বিপরীত চোঙা অনুক্রম (inverted funnel sequence)। চোঙা অনুক্রমে, প্রতিটি প্রশ্ন পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ পরিধির হতে থাকে। যেমন, কোন গবেষক যদি জানতে চান যে, উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তারা যে পত্রিকা পড়েন তার সম্পর্ক দেখতে চান, সে ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইবেন। যেমন, উত্তরদাতারা কোন ধরণের বিষয়বস্তুকে সমস্যা বলে মনে করেন, প্রতিটি সমস্যার আপেক্ষিক তাৎপর্যকে তারা কিভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তাদের তথ্যের উৎস কি এবং কোন পত্রিকা তাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে কি না, ইত্যাদি। যখন গবেষক বিস্তারিত তথ্য পেতে চান এবং উত্তরদাতাও উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তখন চোঙা অনুক্রমের অনুসরণ খুবই

উপযোগী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটি উত্তরদাতাকে তার স্মরণশক্তি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও, গবেষক কোন অপ্রত্যাশিত ফলাফল পেতে চাইলে প্রথমে বড় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন। নিম্নের প্রশ্নগুলো একটি চোঙা অনুক্রম তৈরি করে:

- জাতি আজ কি কি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন বলে আপনি মনে করেন?
- আপনি যে সকল সমস্যার কথা উলে খ করেছেন, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কোনটি?
- এ সমস্যা সম্পর্কে তথ্যগুলো আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন?
- আপনি কি দৈনিক ইত্তেফাক পড়েন?

বিপরীত চোঙা অনুক্রমে, বৃহৎ পরিধির প্রশ্নগুলো সংকীর্ণ প্রশ্নগুলোকে অনুসরণ করে। যদি গবেষণার প্রসঙ্গটি উত্তরদাতার কাছে কম গুরুত্বপুর্ণ হবার কারণে বা অভিজ্ঞতাটি সাম্প্রতিক নয় বলে স্মরণশক্তিতে ততটা স্পষ্ট না হবার কারণে যদি তাদেরকে অভিমত ব্যক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ না করে, সে ক্ষেত্রে সংকীর্ণ পরিধির প্রশ্ন দিয়ে শুরু করাই শ্রেয়। কারণ, এগুলো উত্তর দিতে সহজ হয়। বৃহত্তর পরিধির ও কঠিন প্রশ্নগুলোকে পরে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বিপর্যয়ের সময় উদ্ধার কর্মকান্ডের কার্যকারীতা সম্পর্কে উত্তরদাতার মতামত প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত অনুক্রমে প্রশ্নগুলোকে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

- টর্নেডোতে কতজন মানুষ মারা গিয়েছিলো?
- কতজন এমনভাবে আহত হয়েছিলো যে, তাদেরকে হাসপাতালে নিতে হয়েছিলো?
- কতক্ষণ পরে মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তিদের হাসাপতালে নেয়া হয়েছিলো?
- আপনি কি কাউকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে দেখেছিলেন?
- কে সেই প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছিলেন?
- আপনার মতে, তারা কতটুকু কার্যকরভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়েছিলেন?

প্রশ্ন উপস্থাপনের অনুক্রম উত্তর-দফা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, বিশেষ করে মতামত ও মনোভাবমূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে। যদি কোন মনোভাবমূলক প্রশ্নের পূর্বে সেই প্রশ্নের বিষয় সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থাকে, তবে তা উত্তরদাতার মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ প্রশ্ন থাকলে তা হবার সম্ভাবনা থাকে না। তালিকা বা ক্রমমূলক প্রশ্নে প্রদত্ত উত্তর-দফার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, মানুষ সাধারণতঃ প্রথম দফাটিকেই গ্রহণ করতে বেশী পছন্দ করে। সে জন্য উত্তর-দফাগুলোর অবস্থানগত উপস্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়, বিশেষ করে যে সকল প্রশ্ন ভাবগত বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ক্ষেত্রে, দ্বৈবভাবে ক্রমধারাটি উপস্থাপন করলে এ সমস্যাটিকে কিছুটা এড়ানো সম্ভব। প্রশ্নের অনুক্রম বিবেচনার ক্ষেত্রে সহজ, কৌতুহলী ও বিতর্ক সৃষ্টি করবে না এমন প্রশ্নগুলো প্রথম দিকে তালিকাবদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে করে উত্তরদাতার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বা প্রশ্নমালার বিষয়বস্তুর সাথে একটি সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠে। যে সকল প্রান্ত-খোলা প্রশ্নে বেশী সময় এবং চিন্তার প্রয়োজন হবে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রথম দিকে না রাখাই ভালো। কারণ, সেগুলো উত্তর দেবার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার আগ্রহ কমিয়ে ফেলতে পারে।

প্রশ্নের আঙ্গিক (Format for Questions)

প্রশ্নের শব্দ চয়ন, বিন্যাস ও অনুক্রম নিয়ে যত যত্নই নেয়া হোক না কেন, এর সব প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে, যদি প্রশ্নকে উত্তরদাতা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য সুবিধাজনকভাবে উপস্থাপন করা না যায়। এর মূল লক্ষ্যটি হওয়া উচিৎ, কোন তথ্যকে না হারিয়ে যেন সহজভাবে এবং সুবিধাজনকভাবে বেশী উত্তর আদায় করা যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন কোন প্রশ্ন একজন উত্তরদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, যদি একটি প্রশ্ন করা হয় যে, 'আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

হবার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি কি ছিল'? এই প্রশ্নটি শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় এমন উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়।

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ এমন কিছু প্রশ্ন নির্মাণ করতে হয়, যা কিছু উত্তরদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। কোনটি হয়তো মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত এবং পুরুষদের জন্য নয়। আবার কোন প্রশ্ন হয়তো শুধুমাত্র স্ব-নিয়োজিত পেশার উত্তরদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এ ধরণের প্রশ্নগুলোকে এক ধরণের আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়, যাকে 'সাপেক্ষ প্রশ্ন' বলে। একটি সাপেক্ষ প্রশ্ন বিশেষ এক ধরণের প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্ন, যা শুধুমাত্র উত্তরদাতাদের একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য হয়। গবেষক সকল উত্তরদাতাকে একটি পূর্ববর্তী ছাঁকনী (filter) প্রশ্ন করে নিয়ে এই বিশেষ শ্রেণীর সাথে প্রশ্নের সম্পর্ক নির্ধারণ করেন।

সাপেক্ষ প্রশ্ন (Contingency Questions): সাপেক্ষ প্রশ্নের রীতি খুবই উপযোগী। কেন না, এ ধরণের রীতি উত্তরদাতাদের জন্য অবাঞ্ছিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে। যেমন, একটি জরিপে ছাঁকনী প্রশ্ন হতে পারে যে, 'আপনি কি নিয়মিত পত্রিকার খবর পড়েন'? এই ছাঁকনী প্রশ্নে সাপেক্ষ প্রশ্নটি হতে পারে যে, 'সাম্প্রতিক কোন ঘটনা সম্পর্কে আপনি পত্রিকায় পড়েছেন? (একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন)'। ছাঁকনী প্রশ্নটির উত্তরের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়। যারা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলবেন, তারাই শুধুমাত্র দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দেবার জন্য প্রাসঙ্গিক হবেন। অতএব, ছাঁকনী প্রশ্নের উত্তর-দফা হবে: "১. 'হ্যাঁ' (নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর দিন); ২.'না' (৩ নম্বর প্রশ্নে যান)"। সাপেক্ষ প্রশ্ন নির্মাণের বিভিন্ন রীতি রয়েছে। যেমন,

প্রশ্ন: আপনি কি কখনও মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন?

☐ হ্যাঁ
☐ না

যদি হ্যাঁ হয়, তবে গত এক সপ্তাহে কতবার তা সেবন করেছেন?
☐ একবার
☐ ২-৫ বার
☐ ৬-১০ বার
☐ জানি না

সাপেক্ষ প্রশ্ন বেশ জটিল হতে পারে। যখন গবেষক একটি মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের সম্পৃক্ততা যাচাই করে তথ্য সংগ্রহ করতে চান, তখন তিনি জটিল সাপেক্ষ প্রশ্নের রীতি অনুসরণ করেন। যেমন,

প্রশ্ন: আপনি কি আদর্শ নগর পরিকল্পনার কথা শুনেছেন?

☐ হ্যাঁ

☐ না

যদি হ্যাঁ হয়:

ক. আপনি কি তা অনুমোদন করেন, না কি করেন না?

- ☐ অনুমোদন করেন
- ☐ অনুমোদন করেন না
- ☐ মতামত নেই

খ. আপনি কি কখনও আদর্শ নগরবাসীদের সভায় গিয়েছেন?

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

যদি হ্যাঁ হয়, কবে আপনি এ ধরণের সভায় গিয়েছেন? _____

ম্যাট্রিক্স প্রশ্ন (Matrix Questions): প্রশ্ন তালিকার একাধিক বিষয় একসাথে উত্তর দেবার জন্য একটি নির্ধারিত প্রান্ত-বন্ধ উত্তরমালায় ম্যাট্রিক্স প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের ম্যাট্রিক্স রীতি বিষয়গুলোর উপস্থাপন করাকে সহায়তা করতে পারে। প্রায়শঃ, একজন গবেষক এমন প্রশ্ন করতে চাইবেন যে, সে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন একই ধরণের শ্রেণীভুক্ত হয়। বিশেষভাবে, যখন লাইকার্ট মাপনীর মাধ্যমে উত্তর-দফা ব্যবহৃত হয়, তখন এ ধরণের আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন: ***নীচের প্রতিটি বক্তব্যের পাশে নির্দেশ করুন, আপনি কি বিষয়বস্তুগুলোর সাথে 'একমত', 'সম্পূর্ণভাবে একমত', 'দ্বিমত', 'সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত' পোষণ করেন, বা 'সিদ্ধান্তহীন' রয়েছেন?***

		সম্পূর্ণ একমত	*একমত*	*সিদ্ধান্তহীন*	*দ্বিমত*	*সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত*
ক.	*সন্ত্রাস দমনের জন্য আরও কার্যকর আইন প্রণয়ন করা উচিৎ*	☐	☐	☐	☐	☐
খ.	*বাংলাদেশের পুলিশকে যথাযথভাবে অস্ত্রে সজ্জিত করা উচিৎ*	☐	☐	☐	☐	☐
গ.	*সন্ত্রাসীদেরকে সরাসরি অকুস্থলেই গুলি করা উচিৎ*	☐	☐	☐	☐	☐

উত্তর-দফার আঙ্গিক (Format of Response-Categories)

উত্তর-দফা উপস্থাপনের জন্য, বিশেষ করে প্রান্ত-বন্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিকল্প রীতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর-দফার সামনে 'টিক' বা 'ক্রস' চিহ্ন দেবার জন্য একটি ঘর বা একটি রেখা উপস্থাপন করা যেতে পারে, অথবা 'বৃত্তাকার' করার জন্য সংখ্যা বা অক্ষর ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে নিম্নে প্রদর্শন করা হলো।

প্রশ্ন: ***আপনি কি এ মুহূর্তে অন্য একটি চাকুরী খুঁজছেন?***

☐ *হ্যাঁ*	*বা*	___ *হ্যাঁ*	*বা*	*ক. হ্যাঁ*	*বা*	*১. হ্যাঁ*
☐ *না*		___ *না*		*খ. না*		*২. না*
☐ *জানি না*		___ *জানি না*		*গ. জানি না*		*৩. জানি না*

তবে, এই বিকল্পগুলোর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ঘরে 'টিক' বা 'ক্রস' চিহ্ন দেবার রীতিটি সবচেয়ে কার্যকর ফলাফল প্রদান করে বলে গবেষকরা মনে করেন। কারণ, নির্দিষ্ট ঘর দেয়া থাকলে উত্তরদাতাকে স্পষ্ট ও সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য করে।

সারাংশ

প্রশ্নমালা নির্মাণে শব্দের বিন্যাস, প্রশ্নের আঙ্গিক, অনুক্রম ও উত্তর-দফার আঙ্গিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দের বিন্যাস যদি যথাযথ না হয়, তাহলে ভুল উত্তর আসার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । বর্তমান পাঠে মূলতঃ এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, অনুমানমূলক এবং অস্বচ্ছ প্রশ্ন উত্তরদাতাকে উত্তরদানে কিভাবে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। দ্বি-মুখী প্রশ্ন, প্রণোদনামূলক প্রশ্ন ও স্পর্শকাতর প্রশ্ন পরিহার করা উত্তম। গবেষককে মনে রাখতে হবে যে, কোন ধরণের তথ্য উত্তরদাতা দিবেন তা নির্ভর করবে প্রশ্নের ধরণের উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। প্রশ্নকে সহজ হতে হলে:

ক. বিষয়কে সহজ হতে হবে
খ. প্রশ্নে সাধু ভাষা ব্যবহার করতে হবে
গ. প্রশ্নে একটি ধারণাকে বহন করতে হবে
ঘ. উত্তরদাতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে।

২। নিম্ন হারে উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে:

ক. অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরি হলে
খ. স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরি হলে
গ. পক্ষপাতমূলক বিষয় নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরি হলে
ঘ. উপরের সব।

৩। সাপেক্ষ প্রশ্নের রীতি:

ক. অবাঞ্ছিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত রাখে
খ. অবাঞ্ছিত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করে
গ. বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করে
ঘ. খ ও গ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

২। স্পর্শকাতর প্রশ্নমালা কী?

৩। প্রশ্নমালা তৈরিতে প্রশ্নের আঙ্গিকের গুরুত্ব কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ প্রশ্নমালা তৈরিতে প্রশ্নের বিন্যাসের ধরণ আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশের সমাজ গবেষণায় কোন ধরণের শব্দের সমাহার গুরুত্ব পাওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ - ৪

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর সাধারণ আঙ্গিক
General Format of a Questionnaire or an Interview Schedule

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- নির্দেশাবলী
- উপস্থাপনা এবং সজ্জা
- আকার ও দৈর্ঘ্য
- ভূমিকামূলক বক্তব্য বা প্রচ্ছদ পত্র
- প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের জন্য একটি নির্দেশিকা

নির্দেশাবলী (Instructions)

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের সময় আরেকটি উপাদান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সেটি হলো প্রতিটি প্রশ্ন বা প্রশ্নগুচ্ছের সাথে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রণয়ন। যে সকল প্রশ্ন স্বব্যাখ্যাত নয়, সে সকল প্রশ্নের সাথে নির্দেশাবলী সংযুক্ত করা অত্যাবশ্যক। সেটি যথাযথ উত্তর-দফাকে বৃত্তাকার করার মত সরল থেকে এক গুচ্ছ উত্তর-দফাকে ক্রম অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রদান করার মত জটিল হতে পারে। যখন সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তখন সাধারণতঃ নির্দেশাবলীগুলো থাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য এবং সেগুলো প্রায়শঃ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরদাতা যখন একটি উত্তর প্রদান করেন, তখন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য কি করণীয়, কখন বিস্তারিত উত্তরের জন্য প্রোৎসাহিত করতে হবে, অথবা কিভাবে একটি প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে, তা এ সকল নির্দেশাবলীর মধ্যে বর্ণনা করা থাকে। এর ফলে, উত্তরদাতার যে কোন প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়।

কিন্তু উত্তরদাতা কর্তৃক প্রশ্নমালা পূরণের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলীগুলো থাকে উত্তরদাতার জন্য। প্রশ্নমালা পূরণের সময় সাহায্য করার জন্য উত্তরদাতার সামনে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উপস্থিত থাকেন না। ফলে, যদি কোন প্রশ্ন অস্পষ্ট বা অস্বচ্ছ থাকে, তবে তা ভুল উত্তর-দফাকে চিহ্নিত করে ফেলতে পারে। অতএব, উত্তরদাতার কাছে প্রেরিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো প্রশ্নমালা বা এর অনুচ্ছেদগুলোকে পরিচিত করানোর জন্য সাধারণ নির্দেশাবলী থেকে প্রতিটি প্রশ্নের পূর্বে সুনির্দিষ্ট বিবরণ পর্যন্ত হতে পারে।

যথাযথ নির্দেশাবলী উন্নত মানসম্পন্ন উপাত্ত সংগ্রহে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অতএব, প্রতিটি প্রশ্নমালায় (তা উত্তরদাতা কর্তৃক পূরণকৃত হোক, বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দ্বারা পূরণকৃত হোক) অবশ্যই সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী থাকতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য নির্ধারিত ঘরে 'টিক' চিহ্নি দিতে হবে, না কি 'ক্রস' চিহ্ন দিতে হবে, না কি কোন সংখ্যাকে 'বৃত্তাকার' করতে হবে, না কি উত্তরকে বর্ণনা করে লিখতে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতে হবে। যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ভূমিকামূলক মন্তব্যের উলে- খ থাকতে হবে। গবেষক প্রকৃতপক্ষে কি চান, তার একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করা উচিৎ। প্রশ্নমালা যদি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে (যেমন, রাজনৈতিক মনোভাব, ধর্মীয় মনোভাব, পটভূমিমূলক তথ্য, ইত্যাদি), তবে প্রতিটি অনুচ্ছেদকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যকে পরিচিত করতে হবে। যেমন, "এই অনুচ্ছেদে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা আপনার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে জানতে চাইবো"? বা "যে সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এই অনুচ্ছেদে তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে চাইবো"।

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন যদি অন্যান্য সব প্রশ্ন থেকে ভিন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত উত্তর পাবার জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে একাধিক উত্তরের সম্ভাবনা থাকলে, গবেষক যদি কেবল একটি উত্তর চান, তবে তা প্রশ্নে সুস্পষ্টভাবে উলে- খ করতে হবে। যেমন, 'প্রধান কারণ' বা 'সবচেয়ে ভালো' উত্তরটিতে টিক দিন। ক্রমমূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী স্পষ্টভাবে দেওয়া থাকতে হবে। যেমন, 'সবগুলো', 'প্রথম ও দ্বিতীয়', 'প্রথম ও শেষ', 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' এবং 'সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ' উত্তরটিতে টিক দিন। কোন প্রশ্ন বা প্রশ্নগুচ্ছ যদি কোন উত্তরদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, সে ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নকে বা প্রশ্নগুচ্ছকে বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য প্রশ্নে উলম্ফন করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর প্রয়োজন পড়ে। যেমন,

প্রশ্ন: ***আপনি কি কখনও জাতীয় বা আঞ্চলিক নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন?***

☐ হ্যাঁ (আপনি ১৪-২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন)।

☐ না (সরাসরি ৮ম পৃষ্ঠার ২৬ নং প্রশ্নে চলে যান)।

উপস্থাপনা এবং সজ্জা (Appearance and Layout)

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের আঙ্গিকটি প্রশ্নের প্রকৃতি ও শব্দবিন্যাসের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে, প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী বিস্তৃত এবং গোছানো হওয়া উচিত। গবেষকদের মধ্যে প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ, অনভিজ্ঞ গবেষকদের মনে সবসময় একটি আশংকা কাজ করে যে, তাদের প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী বোধ হয় খুব বেশী বড় হয়ে যাবে। ফলে তারা প্রশ্নগুলোকে এক লাইনের মধ্যে সংকুচিত করে আনতে চেষ্টা করেন, বা প্রশ্নকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন এবং যতটা সম্ভব কম পৃষ্ঠা ব্যবহারের চেষ্টা করেন। এ সকল কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা অবিবেচনাপ্রসূত এবং এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে বিপজ্জনক হয়ে থাকে। এ ধরণের সংকুচিত ও কম জায়গার মধ্যে অধিক প্রশ্ন সাজালে উত্তরদাতা হয়তো ভুলে কোন প্রশ্ন বাদ দিয়ে ফেলতে পারেন, বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লক্ষ্য নাও করতে পারেন, উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং ভ্রান্তিমূলক উত্তর দিতে পারেন। শুধু উত্তরদাতা নয়, বিষয়টি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। কারণ, খুব সঙ্কুচিত সাক্ষাৎকার অনুসূচী সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দৃষ্টিশক্তি ও মনযোগের উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে, যা তাকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে উপাত্তের মানের উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই, প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর আঙ্গিকটি হতে হবে স্পষ্ট এবং বিস্তৃত।

একটি প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীকে অবশ্যই ছাপানো হতে হবে, সহজপাঠ্য হতে হবে এবং দেখতে আকর্ষণীয় হতে হবে।

প্রশ্নের উপস্থাপনা ও সজ্জার ব্যাপারে কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। তবে এ প্রসঙ্গে কিছু সাধারণ নিদের্শনা একটি মানসম্পন্ন প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নে সাহায্য করতে পারে। যেমন, একটি প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীকে অবশ্যই ছাপানো হতে হবে, সহজপাঠ্য হতে হবে এবং দেখতে আকর্ষণীয় হতে হবে। নির্দেশাবলীগুলো স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে বা প্রয়োজনবোধে ভিন্ন ধরণের মুদ্রাক্ষরে ছাপাতে হবে। আকর্ষণীয় মূদ্রণের পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর-দফার মধ্যেকার দূরত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্নের মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে, যা উত্তরদাতা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে প্রশ্নগুলোকে স্পষ্টভাবে অনুসরণ করতে সাহায্য করবে এবং গবেষককেও উত্তর বিশ্লেষণের সময় সাহায্য করবে।

অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু, বা প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচীর দৈর্ঘ্য, বা প্রশ্ন সংখ্যা নির্বিশেষে, প্রশ্নের দফাগুলো ধারাবাহিকভাব ক্রমিক নম্বরভুক্ত হতে হবে। উত্তর প্রদানের ঘরগুলোকে এক লাইনে সারিবদ্ধ রাখা যেতে পারে। এতে, একদিকে যেমন উত্তরদাতার জন্য উত্তর প্রদান সহজ হবে এবং অন্যদিকে তেমন গবেষককে তথ্য বের করতে সাহায্য করবে। গবেষক যদি কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে চান, সে ক্ষেত্রে পৃষ্ঠার ডান দিকে সাংকেতীকরণের জন্য কিছুটা খালি জায়গা রাখতে হবে। প্রশ্নের বিন্যাস ও অনুক্রমকে যত্নের সাথে পর্যালোচনা করতে হবে। সাধারণ এবং সহজ প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট ও জটিল প্রসঙ্গগুলোর দিকে এগুতে হবে। স্পর্শকাতর

বিষয়গুলো প্রশ্নমালার শেষের দিকে রাখতে হবে। সবশেষে, প্রশ্নমালাটিকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করে ভাবতে হবে যে, গবেষক নিজে এই প্রশ্নমালা পেলে তার অনুভূতি কেমন হতো? উত্তরদাতার কাছে যেভাবে তিনি প্রত্যাশা করবেন এবং যা প্রত্যাশা করবেন, তিনি নিজেও কি একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন?

আকার ও দৈর্ঘ্য (Size and Length)

কোন প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী এত দীর্ঘ হওয়া উচিৎ নয়, যা পরিচালনা করতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে। দীর্ঘ বা অসংলগ্ন প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা উভয়েরই উৎসাহ নষ্ট করে ফেলে। অতএব, গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী ঠিক যতটুকু দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন তা তার চেয়ে বেশী হওয়া উচিৎ নয়। প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্যের সীমা নির্ধারণের কোন সহজ উপায় নেই। তবে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী যত সংক্ষিপ্ত হবে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা উভয়েই তত স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন। এখানে এটি মনে রাখতে হবে যে, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী উত্তরদাতার জন্য উপযোগী হতে পারে, কিন্তু তা গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। এমন কি, তা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্যও উপযুক্ত না হতে পারে। কারণ, অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা উত্তরদাতার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ণ সহযোগিতা আদায়ের সুযোগ কমিয়ে দেয়। দৈর্ঘ্য ও পরিধির দিক থেকে যে কোন প্রশ্নমালার একটি সীমারেখা থাকা উচিৎ। সাধারণভাবে, একটি সাক্ষাৎকারের দৈর্ঘ্য আধা ঘন্টার বেশি হওয়া উচিৎ নয়। এমন কি, এই সময়টুকু কোন উত্তরদাতাকে ক্লান্ত করে ফেলতে পারে। এটি এমন একটি উভয় সংকট যে, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা একদিকে গবেষণার উদ্দেশ্যকে ব্যহত করতে পারে, অন্যদিকে দীর্ঘ প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতাকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে তুলতে পারে।

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী ঠিক যতটুকু দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন তা তার চেয়ে বেশী হওয়া উচিৎ নয়।

একটি সাক্ষাৎকারের দৈর্ঘ্য আধা ঘন্টার বেশি হওয়া উচিৎ নয়।

ভূমিকামূলক বক্তব্য বা প্রচ্ছদ পত্র (Introductory Statement or Cover Letter)

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী নির্মাণের পর যে কাজটি করা প্রয়োজন, সেটি হলো প্রশ্নমালার জন্যে একটি প্রচ্ছদ পত্র এবং সাক্ষাৎকার অনুসূচীর জন্য একটি ভূমিকামূলক বক্তব্য লেখা। এটি প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রশ্নমালার মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনায় উচ্চ হারে উত্তর পাওয়া বেশ কঠিন হয়। একটি প্রচ্ছদ পত্রকে উত্তরদাতার সংস্কার, বা উত্তরদাতা কর্তৃক সৃষ্ট যে কোন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে সফল হতে হবে। প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে সুলিখিত প্রচ্ছদ পত্র এবং সাক্ষাৎকার অনুসূচীর ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি কার্যকর ও সংক্ষিপ্ত ভূমিকা প্রদান উত্তর প্রদানের হারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। একটি প্রচ্ছদ পত্র প্রশ্নমালার সাথে সংযুক্ত করে উত্তরদাতার কাছে পাঠানো হয়, যেটিতে গবেষণার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করা হয়। এই ভূমিকামূলক পত্রটি উত্তরদাতার সাথে গবেষকের যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। অতএব, এটিকে যত্নের সাথে লিখতে হবে, যা উত্তরদাতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে এবং তাকে উত্তর প্রদানে উৎসাহী করে তুলবে।

একটি ভূমিকামূলক পত্রে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো: গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোক্তার পরিচিতি, গবেষকের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর, উত্তরদাতাদের নির্বাচন পদ্ধতি, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্র, উত্তরদাতার পরিচিতির গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার ও পূরণকৃত প্রশ্নমালা ফেরৎ পাঠানোর তারিখ। সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে লিখিত ভূমিকামূলক বক্তব্যের তুলনায় প্রশ্নমালার প্রচ্ছদ পত্রকে অনেক বেশী বিস্তারিত হতে হবে। কারণ, সাক্ষাৎকারের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যার জন্য উত্তরদাতার সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু প্রশ্নমালা পূরণের সময় উত্তরদাতাকে সাহায্য করার জন্য কেউ থাকেন না। অতএব, প্রচ্ছদ পত্র একসাথে উত্তরদাতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

একটি ভূমিকামূলক পত্রে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো: গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোক্তার পরিচিতি, গবেষকের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর, উত্তরদাতাদের নির্বাচন পদ্ধতি, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্র, উত্তরদাতার পরিচিতির গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার ও পূরণকৃত প্রশ্নমালা ফেরৎ পাঠানোর তারিখ।

প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়নের জন্য একটি নির্দেশিকা (A Checklist for Constructing Questionnarie or an Interview Schedule)

১. আপনার কি জানা প্রয়োজন সে বিষয় সিদ্ধান্ত নিন। অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে তথ্য দরকার তার তালিকা প্রণয়ন করুন। আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন এই তথ্য প্রয়োজন? প্রণীত তালিকাটি পরীক্ষা করুন এবং যে প্রসঙ্গগুলো গবেষণার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তা সরিয়ে ফেলুন।

২. প্রশ্নমালা/সাক্ষাৎকার অনুসূচীই কি এ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সবচেয়ে ভাল উপায়? অন্যান্য বিকল্পগুলো বিবেচনা করুন। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে সাক্ষাৎকার কৌশল ব্যবহৃত হলে সাক্ষাৎকারের ধরণ নির্বাচন করুন। কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারে কেবল কাঠামোবদ্ধ উত্তর আসবে, আপনি কি তাই চান?

৩. প্রশ্নের ধরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন। প্রশ্নগুলো কি প্রান্ত-খোলা, বা প্রান্ত-বন্ধ ধরণের হবে? সেগুলো কি মৌখিক, সংখ্যামূলক, ছকবদ্ধ, বা মতামতমূলক হবে? এ সকল বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রত্যেক ধরণের প্রশ্নের জন্য ভিন্ন রকমের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হতে পারে।

৪. প্রশ্ন তৈরি শুরু করুন। প্রশ্নগুলো কিছু আলাদা আলাদা টুকরো কাগজে লিখে ফেলুন, যাতে পরে ক্রম অনুযায়ী সাজাতে সুবিধা হয়।

৫. প্রতিটি প্রশ্নের শব্দ বিন্যাস লক্ষ্য করুন। শব্দগুলোর মধ্যে কোন দ্ব্যর্থতা, অনির্দিষ্টতা বা অনুমান রয়েছে কি? প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তরদাতাকে কি কিছু স্মরণ করতে বলছেন? তারা কি তা স্মরণ করতে সক্ষম হবে? উত্তরদাতার কাছে কি এমন কিছু চাইছেন, যা তার নাও জানা থাকতে পারে? কোন দ্বিমুখী, প্রনোদনামূলক, অনুমানমূলক, বা আপত্তিকর প্রশ্ন রয়েছে কি? ভাষা সহজবোধ্য রাখুন। এমন কোন শব্দ ব্যবহার করবেন না, যা উত্তরদাতা নাও বুঝতে পারেন।

৬. যখন আপনি প্রশ্নের শব্দ বিন্যাস এবং সঠিক ধরণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবেন, সেগুলোকে সঠিক ক্রম অনুযায়ী সাজান। সংবেদনশীল প্রসঙ্গগুলোকে প্রশ্ন তালিকায় পরের দিকে রাখাই উত্তম।

৭. প্রশ্ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলীগুলো লিখে ফেলুন। উত্তরদাতা কিভাবে উত্তর দিবেন সে ব্যাপারে তার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সাক্ষাৎকার অনুসূচীর ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা যদি সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে সক্ষম না হন, তবে তাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রোৎসাহিত করবেন কি না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। নির্দেশাবলীকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজন হলে, সেগুলো ভিন্ন মুদ্রাক্ষরে অথবা কোন বিশেষ স্থানে প্রদর্শন করে দেখাতে হবে। সাংকেতীকরণের জন্য ডানদিকে খালি জায়গা রাখবেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন।

৮. প্রশ্নমালার সজ্জা এবং উপস্থাপনা নিয়ে ভাবুন। মুদ্রাক্ষরিককে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিতে হবে। কারণ, প্রশ্নমালার উপস্থাপনাটি কেমন হবে, তা ঠিক করার দায়িত্ব আপনার, মুদ্রাক্ষরিকের নয়। প্রশ্নমালা ছাপাতে দিন।

৯. পরীক্ষামূলকভাবে প্রশ্নমালা পূরণ করুন। নির্বাচিত নমুনার মতই কারো কাছে এই প্রশ্নমালা পাঠান। তবে তা সম্ভব না হলে, পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীদের সাহায্য নেওয়া যায়।

১০. আপনার বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে দেখুন। মাত্র পাঁচ/ছয়টি প্রশ্নমালা বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবেন যে, মূল গবেষণার বিশ্লেষণের সময় কোন সমস্যা দেখা দেবে কি না।

১১. পরীক্ষামূলক প্রশ্নমালা পূরণ, উত্তরদাতাদের মতামত এবং প্রাথমিক বিশ্লেষণের আলোকে প্রশ্নমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন। লক্ষ্য করুন, যদি আপনার গবেষণার বিষয়ে প্রশ্নমালা পূরণে অত্যাধিক সময় লাগে, তবে ভেবে দেখুন কোন দফাকে বাদ দেবেন কি না।

১২. পক্ষপাতিত্ব এড়ানোর সর্বোচ্চ প্রয়াস চালান। আপনার যদি বিষয়টির কোন একটি দিক সম্পর্কে কোন দৃঢ় মতামত থাকে, তবে বিশেষভাবে সর্তক হোন। অন্য কেউ যদি আপনাকে ঐ প্রশ্নটি করেন, তখন আপনার উত্তরও কি একই রকম হবে?

সারাংশ

এই পাঠে আমরা প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর ক্ষেত্রে যে নির্দেশাবলী থাকবে সে বিষয় ছাড়াও, উপস্থাপনের ধরণ, আকার ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। গবেষককে প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে যে বিষয়গুলোকে মনে রাখতে হবে, সেগুলো হলো, প্রশ্নমালা কত দীর্ঘ হবে এবং সেই দৈর্ঘ্যের মধ্যে গবেষণার যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না। বস্তুতঃপক্ষে, গবেষণার ফলাফল কতটুকু যথাযথ হবে, তা নির্ভর করবে প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর গুণগত মানের উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। প্রশ্নমালা পূরণের ক্ষেত্রে যে সব নির্দেশাবলী থাকে তা:

ক. গবেষকের জন্য
খ. উত্তরদাতার জন্য
গ. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য
ঘ. উপরের সব।

২। প্রশ্নের শেষদিকে সাধারণতঃ:

ক. সংখ্যামূলক বিষয়গুলো থাকতে হবে
খ. বর্ণনামূলক বিষয়গুলো থাকতে হবে
গ. মূল বিষয়গুলো থাকতে হবে
ঘ. স্পর্শকাতর বিষয়গুলো থাকতে হবে।

৩। একটি সাক্ষাৎকারের দৈর্ঘ সাধারণতঃ:

ক. ২০ মিনিটের বেশি হওয়া উচিৎ নয়
খ. ৩০ মিনিটের বেশি হওয়া উচিৎ নয়
গ. ৪০ মিনিটের বেশি হওয়া উচিৎ নয়
ঘ. ৫০ মিনিটের বেশি হওয়া উচিৎ নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রশ্নমালার আকার ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২। গবেষণায় প্রচ্ছদপত্রের ভূমিকা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের একটি অগ্রসর গ্রামে গণমাধ্যম সচেতনতা পরিমাপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচীর জন্য একটি ভূমিকামূলক বক্তব্য রচনা করুন এবং বক্তব্যর যথার্থতা আলোচনা করুন।

২। আপনি কি মনে করেন যে, ভূমিকামূলক বক্তব্য ছাড়া গবেষণার যথাযথ ফলাফল পাওয়া যাবে না? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।